সুদানে সংঘাত বন্ধে তুরস্কের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাল আরব আমিরাত

সারে-জমিন

ব্রাহ্মণী নদীতে বাঁশের সেতু ভেঙে বিপত্তি

রূপসী বাংলা

মনমোহন সিং ও নরেন্দ্র মোদি: পার্থক্য কোথায়

সম্পাদকীয়

কালিন্দ্রী নদীর ভাঙনে চাষের জমি নদীগর্ভে

সাধারণ

ভারতের বিপদ বাড়ল অস্ট্রেলিয়ার শেষ উইকেট-জুটিতে

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪
১৪ পৌষ ১৪৩১
২৭ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 353 ■ Daily APONZONE ■ 30 December 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

দক্ষিণ কোরিয়ায় বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ১৭৯

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ার জেজু এয়ারের জেজু এয়ারের ফ্লাইট ৭সি২২১৬ রবিবার সকালে ১৭৫ যাত্রী, ৬ ক্রুসহ মোট ১৮১ আরোহী নিয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। এখন পর্যন্ত দুজনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বাকিরা সবাই নিহত হয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দেশটির ইতিহাসে এত বড় বিমান দুর্ঘটনা এটাই প্রথম। জেজু এয়ারের বমিানটি বোয়িংয়ের ৭৩৭-৮০০ মডেলের। সুলভ টিকিটের এই পরিবহন সংস্থার বিমানটি ব্যাংকক থেকে এসেছিল। গন্তব্য ছিল দক্ষিণ কোরিয়ার মুয়ান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এই বিমানবন্দরে সকাল ৯টার একটু পর অবতরণের প্রথম চেষ্টার সময় নিয়ন্ত্রণ টাওয়ার থেকে বিমানটিকে পাখির আঘাতের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল। আরও কয়েক মিনিট পর বিমানটির পাইলট ‘মে-ডে’ (বিপন্ন অবস্থা) সতর্কসংকেত ব্যবহার করেন। এরপর বিমানটি আবার অবতরণের চেষ্টা করে। এ ঘটনার একটি ভিডিওতে দেখা যায়, গিয়ার চালু না করে বিমানটি ইঞ্জিনের দিক বা শেষের অংশ (বেলি ল্যান্ডিং) দিয়ে অবতরণের চেষ্টা করছে। নাটকীয় সেই ভিডিওতে আরও দেখা যায়, বিমানটি রানওয়েতে এঁকেবেঁকে ছুটছে এবং এর শেষ অংশ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। রানওয়ে থেকে ছিটকে বিমানটি একটি দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়ে এতে আগুন ধরে যায়। ভিডিওতে দেখা গেছে, বিমানটি রানওয়ের কালো অংশের (টারম্যাক) বাইরে চলে গিয়ে একটি দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছে। তাই রানওয়ে ছোট হওয়ার কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে কি না, এমন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিমান দুর্ঘটনায় ১৭৯ যাত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছেন দেশটির বেসরকারি বিমান সংস্থা জেজু এয়ারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ও অন্যান্যরা। রবিবার সিউলে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের পাশে নিয়ে মাথা অবনত করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে দেখা যায় সিইও কিম ই-বে।

যোগীর বাড়ির নীচে ‘শিবলিঙ্গ’ দাবি, খনন চান অখিলেশ

আপনজন ডেস্ক: রবিবার সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব দাবি করেছেন লখনউয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের নীচে একটি ‘শিবলিঙ্গ’ রয়েছে, এবং এটি খনন করা উচিত। লখনউয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যাদব বলেন, লখনউয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের নীচে একটি শিবলিঙ্গ রয়েছে। সেটাও খনন করা উচিত। উত্তরপ্রদেশে সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন। গত সপ্তাহে উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে সমীক্ষা চালিয়ে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়কার ২৫০ ফুট গভীর একটি স্টেপওয়েলের সন্ধান পাওয়া যায়। লক্ষ্মণগঞ্জ এলাকায় ওই স্থানে খননকার্যের পরে ধাপকুয়োটির সন্ধান পাওয়া যায়। একই এলাকায় একটি প্রাচীন বাঁকে বিহারী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাওয়ার কয়েকদিন পরেই ধাপকুয়োটির সন্ধান পাওয়া যায়। অখিলেশ যাদব বারবার অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি বেকারত্ব এবং কৃষি সংকট সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি থেকে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে এই জাতীয় সমীক্ষাগুলিকে ব্যবহার করছে।

মনমোহনের প্রয়াণে ‘নীরব’ ক্রীড়া-চলচ্চিত্র ব্যক্তিরা, সরব হলেন অভিষেক

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার ক্রীড়া ও চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সমালোচনা করে দাবি করেছেন যে তারা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নীরব থেকেছেন। মনমোহন সিংকে ভারতের অন্যতম “সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক” হিসাবে বর্ণনা করে তিনি দাবি করেন, ক্রীড়া ও চলচ্চিত্র জগতের “সম্পূর্ণ নীরবতা” সরকারের প্রতিক্রিয়ার ভয় থেকে উদ্ভূত হতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ অভিষেক লিখেছেন, ‘স্পোর্টস এবং ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ নীরবতা দেখা একই সাথে হতবাক এবং হতাশাজনক - ব্যক্তিরা যারা প্রায়শই ‘রোল মডেল’ হিসাবে পরিচিত।’ তিনি আরও লেখেন, ড. সিংয়ের মৃত্যু স্বীকার করতেও তাদের অনীহা তাদের অগ্রাধিকার, দায়িত্ব এবং সততা সম্পর্কে অস্বস্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করে। মনে হচ্ছে এই নীরবতা সরকারের প্রতিক্রিয়ার ভয় দ্বারা চালিত হয়েছে, কারণ জাতীয় ইস্যুতে নীরব থাকা এই তথাকথিত ‘আইকন’গুলির অনেকের জন্য আদর্শ হয়ে উঠেছে।; শনিবার নয়াদিল্লিতে দেশ-বিদেশের শীর্ষ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ৯২ বছর বয়সি মনমোহন সিং-এর। এই ধরনের উদাসীনতা নতুন নয় বলে দাবি করে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড বলেন, কৃষক বিক্ষোভ, সিএএ-এনআরসি আন্দোলন এবং মণিপুরের চলমান সঙ্কটের সময় এই একই ব্যক্তিরা নীরব ছিলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, এই জাতীয় সমালোচনামূলক ইস্যুগুলির মুখে তাদের “নীরবতা” সাধারণ নাগরিকদের সংগ্রাম থেকে একটি উদ্বেগজনক বিচ্ছিন্নতা তুলে ধরে। ডায়মন্ড হারবারের এই সাংসদ এক্স-এর পোস্টে বলেন, তারা জনসাধারণের প্রশংসা কাজে লাগিয়ে তাদের সম্পদ এবং খ্যাতি তৈরি করেছে, তবুও যখন জাতির তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন তারা এমনকি ক্ষুদ্রতম নৈতিক অবস্থান নিতে লজ্জা পায়। কাকে রোল মডেল হিসাবে দেখা যেতে পারে তা পুনর্বিবেচনা করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, যারা সাহস ও জবাবদিহিতার চেয়ে তাদের ক্যারিয়ার এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাধিকার দেয় তাদের গৌরবান্বিত করা বন্ধ করা উচিত। বরং আসুন আমরা তাঁদের সম্মান ও সমর্থন করি যাঁরা সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশ ও সমাজের জন্য অবদান রাখছেন, আমাদের মুক্তিযোদ্ধা, সৈনিক এবং ব্যক্তি যাঁরা বৃহত্তর কল্যাণে আত্মত্যাগ করেন। তিনি আরও বলেন, ১৪০ কোটি ভারতবাসীর শক্তি অপরিসীম। আমরা যাদের আইকন হিসেবে গড়ে তুলি তাদের কাছ থেকে সততা ও জবাবদিহিতা দাবি করার সময় এসেছে। এই নতুন বছর ২০২৫ আমাদের সম্মিলিত চেতনায় একটি পরিবর্তন চিহ্নিত করুক - ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র এবং জাতির কল্যাণের জন্য যারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে তাদের মূল্যায়ন করার দিকে।

আজ মমতার বার্তার অপেক্ষায় সন্দেশখালি

আপনজন ডেস্ক: আজ সোমবার সন্দেশখালিতে প্রশাসনিক সভা করতে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দুপুরে তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারের মহড়া হয়। সন্দেশখালির হ্যালিপ্যাড থেকে শুরু করে যে মাঠে তার সভা হবে সেই কর্ণখালীর মিশন মাঠে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে প্রশাসনিক কর্তারা। গোটা সন্দেশখালি জুড়ে প্রায় আড়াইহাজার পুলিশ কর্মী মোতায়ন করা হয়েছে। জলপথ থেকে সন্দেশখালি প্রত্যন্ত গ্রামের ভেতর সর্বত্র রবিবার রাতভর চলবে নজরদারি। লাগানো হয়েছে জোরালো আলো। নিরাপত্তার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে গোয়েন্দা কুকুর , বম্ব স্কোয়াড ইত্যাদি।কথা দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালির মানুষের দাবি মেনে সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারি পরিষেবা প্রদান সুন্দরবনে।বসিরহাট লোকসভায় সন্দেশখালি দুই নম্বর ব্লকের সন্দেশখালির কর্ণখালীর মিশন মাঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। সন্দেশখালি মানুষের দামি মেনে সন্দেশখালি যাচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। চলতি বছর অর্থাৎ ২০২৪ এ সালে ২১শে মে বসিরহাট মেরুদন্ডী সুইসগেটের মাঠে লোকসভা ভোটের নির্বাচনী প্রচারে এসেছিলেন তিনি। সন্দেশখালির প্রতিবাদীরা তৃণমূলের সভায় এসে শঙ্খ ধ্বনি, উলু ধ্বনির মধ্য দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেদিনকে সন্দেশখালির মহিলারা বসিরহাটের জনসভায় এসে মমতার কাছে আবেদন করেছিলেন দিদি আপনি একবার সন্দেশখালি আসুন। সেদিন তিনি কথা দিয়েছিলেন, যদি বসিরহাট লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী শেখ হাজি নুরুল ইসলামকে জেতান, আমি প্রথম সফর করব সন্দেশখালিতে। সেই কথা রাখতে আজ সন্দেশখালির কর্ণখালির মিশন মাঠে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। তাই অপেক্ষায় রয়েছেন সন্দেশখালিবাসী। ২০২৬ এ বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় নেতাকর্মী সমর্থকদের কি নির্দেশ দেন তারা অপেক্ষায় রয়েছেন সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষেরা। পাশাপাশি সন্দেশখালি সুন্দরবনের সীমান্ত ইতিমধ্যে বাড়তি নজরদারিতে মুড়ে ফেলা হয়েছে। চলছে জলপথেও কড়া নজরদারি। আনা হয়েছে কয়েক হাজার সবুজ সাথী সাইকেল। যা ছাত্রছাত্রীদের সোমবার নিজের হাতে প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী ।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

জগন্নাথপুর ■ সহরার হাট ■ ফলতা ■ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

বারুইপুরের বাজি ব্যবসার লাইসেন্স খতিয়ে দেখছে পুলিশ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: বারুইপুরের হারালে বাজি ব্যবসায়ীর বাড়িতে বিস্ফোরণের পর তৎপরতা পুলিশের।শুরু হয়েছে ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স খতিয়ে দেখার কাজ।শনিবার দুপুরে বারুইপুর থানার হাড়ালে বাজি ব্যবসায়ী পিন্টু মণ্ডলের বাড়িতে মজুদ বাজির বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে শুভঙ্করী সর্দার নামের এক মহিলার।অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে বাজি ব্যবসায়ী পিন্টু মন্ডল ও ভক্তি সর্দার।আর সেই ঘটনার পর রবিবার বারুইপুর থানার হাড়াল, বেগমপুর এলাকায় বারুইপুর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে এলাকার ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে।

ফারাক্কায় ভুয়ো আরপিএফ গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের ফারাক্কায় এবার ভুয়ো আরপিএফ গ্রেপ্তার। ফারাক্কার নিশিন্দ্রা কলোনি এলাকা থেকে বিষ্ণু দাস নামে এক ভুয়ো আরপিএফকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ধৃত বিষ্ণু দাসের বাড়ি মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পৌরসভার ঠাকুরপাড়া এলাকায়। অভিযোগ, রবিবার সকালে এক অচেনা ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন এক ভবঘুরেকে ধরে টানা হ্যাচড়া করতে থাকে। কিন্তু, কিছুতেই যেতে চাইছিল না ওই ভবঘুরে। ঘটনা চোখে পড়ে এলাকার বেশ কিছু স্থানীয় বাসিন্দার। সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা লোকটিকে ডেকে ব্যাপার সম্পর্কে জানতেও চান। তিনি নিজেকে আরপিএফ বলেও পরিচয় দেন। যদিও তাঁর সমাগ্রিক কথায় অসঙ্গতি দেখা যাওয়ায় খবর দেওয়া হয় ফারাক্কা থানার পুলিশকে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে ফারাক্কা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও আরপিএফ এর পরিচয় দিতে পারেনি বিষ্ণু দাস। ওই ব্যক্তি ভুয়ো আরপিএফ এর পরিচয় দিচ্ছিল বলেই প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে পুলিশ। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখিয়ে ফরাক্কা থানার পুলিশ।

ব্রাহ্মণী নদীতে বাঁশের সেতু ভেঙে বিপত্তি

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: ব্রাহ্মণী নদীতে বাঁশের অস্থায়ী সেতু ভেঙে বিপত্তি, আহত একাধিক।

মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের জাফরপুর এলাকায় ব্রাহ্মণী নদীতে যাতায়াতের জন্য নির্মাণ হয়েছিল অস্থায়ী বাঁশের সেতু। রবিবার দুপুরে সেই বাঁশের সেতু দিয়ে চার চাকার গাড়ি পার হতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি। আচমকায় ভেঙে পড়ে বাঁশের অস্থায়ী সেতু, এবং নদীতে পড়ে যাই চার চাকা গাড়ি। নদীতে জল কম থাকায় মাটিতেই পড়ে যায় গাড়িটি ফলে গুরুতর আহত হয় চালকসহ মোট চারজন। স্থানীয় তৎপরতায় তাদেরকে উদ্ধার করে হসপিটালে পাঠানো হয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর যাতায়াতের জন্য এলাকায় কোন ব্রিজ না থাকায় অস্থায়ী বাঁশের সেতু টি নির্মাণ করে সাধারণ মানুষ। বাঁশ এবং জিআই তার দিয়েই মূলত তৈরি করা হয়। অভিযোগ সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য তৈরি হলেও অসাধু উপায়ে গাড়ি পার করানো হচ্ছিল। আর চার চাকার গাড়ি পার হতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি।

এলাকাবাসীর দাবি এলাকার মানুষের যাতায়াতের প্রধান এই পথ এটি, সরকারিভাবে যদি পাকাপোক্তা ভাবে ব্রিজ করা যায় তবে সাধারণ মানুষের উপকার হবে। সরকারিভাবে ব্রিজ করার দাবি জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

প্রায় আড়াই বছর পর জেলা কমিটি বৈঠকে হাজির অনুব্রত মণ্ডল

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: রবিবার বোলপুর তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ে ৫২০ জন সদস্যকে নিয়ে জেলা কমিটির বৈঠক হয়। জেলা কমিটি বৈঠক শেষে অনুব্রত মণ্ডল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এবং তিনি জানান এক মাসের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। বোলপুর দলীয় কার্যালয় অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখ কে পাশাপাশি দেখা গেল। আড়াই বছর পর অনুব্রত মণ্ডলের নেতৃত্বে জেলা কমিটির বৈঠক হয়। এর আগে দুবার কোর কমিটির বৈঠক হয়েছিল।

কিন্তু এইবার ৫২০ জন সদস্যকে নিয়ে জেলা কমিটির বৈঠক। অনুব্রত মণ্ডল আরো জানান আগামী বছর ২০২৫ এ ১লা জানুয়ারি থেকে ৩০ শে জানুয়ারি দলীয় সমস্ত কর্মসূচি সফল করতে হবে। এছাড়াও যে সকল বুথে আমরা হেরে আছি দলীয় কর্মীদের নিয়ে পর্যালোচনা করার বার্তা দেন। অনুব্রত মণ্ডল জানান প্রত্যেকটি অঞ্চলে দশজন করে লোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবে কেন আমরা হারলাম তার পর্যালোচনা করতে হবে। যে সমস্ত বুথগুলো হেরে আছে সেগুলি খতিয়ে দেখতে হবে। এই পর্যালোচনা ৩০ শে জানুয়ারি পর থেকে শুরু হবে। তিনি আরো জানান বোলপুর ,রামপুরহাট, সিউড়ি এই তিনটি পৌরসভায় আমরা হেরে আছি সেটাও খতিয়ে হবে। তিনি এও বলেন দলের যে সমস্যা আছে তা এক মাসের মধ্যে সব মিটে যাবে। ১৪ টি বিধানসভায় আগাম জিতার কথা বলেন অনুব্রত মণ্ডল। এই জেলা কমিটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দনাথ সিনহা, বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ , লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ, নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি সহ অন্যান্য নেতা নেতৃবৃন্দ।

মক্তবের ক্লাসে ১০০ শতাংশ হাজিরা থাকলে পড়ুয়া পাবে সাইকেল!

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: শুধু ব্লক বা জেলা নয় গোটা রাজ্যেই এক অন্যতম নজির গড়লো মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি ব্লকের ফরিদপুর অঞ্চলের পোল্লাডাঙ্গা আদর্শ শিক্ষা নিকেতন (মক্তব)। এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছিলেন এই মক্তব কমিটি যা গোটা রাজ্যের মধ্যে অন্যতম। নার্সারি শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসের কোন ছাত্র-ছাত্রী যদি ২০২৪ শিক্ষা বর্ষে ১০০ শতাংশ স্কুলে উপস্থিত থাকে তাহলে তাদের সকলকে মক্তবের পক্ষ থেকে একটি করে সাইকেল উপহার দেওয়া হবে। মক্তবের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৮০ জন। তাদের মধ্যে ৪৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ১০০% স্কুলে উপস্থিতি ছিল। তিন দিন ধরে বার্ষিক তারার মহল অনুষ্ঠান চলে মক্তব প্রাঙ্গণে। রবিবার সন্ধ্যায় শেষ দিন ছিল, আর এই শেষ দিনে বিশেষ অতিথিদের উপস্থিতিতে স্কুলের ৪৩ জন ছাত্রছাত্রীদের হাতে

সাইকেল তুলে দেন পাশাপাশি একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয় পড়ুয়াদের।

তিন দিনের তারার মহল অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে ছিল ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা পাশাপশি মক্তব প্রাঙ্গণে একঝাঁক প্রতিযোগিতা মূলক ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

উপস্থিত ছিলেন জলঙ্গি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম,ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার ওয়াসিম রেজা,রাজ্য এস আই ও সভাপতি,সাইদ বি এস আল মামুন,ফরিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান সাকিলা বেগম, সহ এলাকার জনপ্রতিনিধিগণ, বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের পাশাপাশি মক্তবের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং মক্তব কমিটির ও পোল্লাডাঙ্গা জুম্মা মসজিদ কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও সদস্যগণ। মক্তবের উদ্যোগে খুশি পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা।

তিন দিনের এই তারার মহল যেনো এলাকায় খুশির ঈদ ছিল এমনটাই দেখা গিয়েছে।

আরজি কাণ্ডে বিজেপি-তৃণমূলের সেটিং তত্ত্বের অভিযোগ নওশাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দেগঙ্গা

আপনজন: হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি করে শাসক গোষ্ঠী আপামর জনসাধারণের প্রাপ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করে রাখছে। এই বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। রবিবার উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গায় আইএসএফ সোহাই-শ্বেতপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে আরজি করের নির্যাতিতা তিলোত্তমার স্মরণে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি পরস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চাইছে। প্রতিনিয়ত মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। এই পরিস্থিতির অবসান চাই।

শিক্ষব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা শিকেয় তুলে মানুষকে ভাগ করছে শাসকগোষ্ঠী। দেগঙ্গার মানুষকে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার জন্য বারবার কলকাতায় ছুটতে হয়।

কেন এত বিশাল একটি জেলায় উন্নতমানের হাসপাতাল নেই? এই প্রশ্নগুলি করলেই শাসকদল ধর্মীয় বিভাজনের কৌশল প্রয়োগ করে। তিনি বলেন, মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের প্রতিনিয়ত শাসকদলের এই অপকৌশলগুলি সম্পর্কে সচেতন করে যেতে হবে। তিনি আরো বলেন, আর জি কাণ্ডে প্রমাণ হচ্ছে বিজেপি ও তৃণমূলের সেটিং তত্ত্ব। নাহলে তিন মাস পার হলেও সিবিআই কেন চার্জশিট দাখিল করতে পারে না। তাই সুবিচারের দাবীতে রাস্তার আন্দোলন বজায় রাখতে হবে।

আজকের এই রক্তদান শিবিরে আইএসএফ রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিত মাইতি, কুতুবুদ্দিন ফাতেহি, রাকেশ বেরা সহ দেগঙ্গা অঞ্চলের পার্টি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। রক্ত দিয়েছেন ৯৪ জন।

আবাসের ঘরে কাটমানি না দেওয়ার আর্জি জানিয়ে মাইকিং তৃণমূলের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা কেন্দ্র সরকার আটকে দেওয়ায় রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্ব ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

এমনকি রাজ্যজুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ, ধিক্কার কর্মসূচি পালন করা হয়।

কেন্দ্র সরকার পশ্চিমবঙ্গে আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকার কতৃক বাংলা আবাস যোজনা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সেই মোতাবেক মুখ্যমন্ত্রী বাংলা আবাস যোজনার জন্য সম্প্রতি প্রথম ধাপে বেশ কিছু উপভোক্তার এ্যাকাউন্টে টাকা ছাড়েন।

এনিয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে শাসক দল সতর্ক। ইতিপূর্বে আবাস যোজনায় কাটমানি খাওয়ার অগুনতি অভিযোগ রয়েছে। তবে এবার আবাস যোজনায় উপভোক্তাদের সতর্ক করতে শুরু

হল আগাম সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান। আবাস যোজনায় বাড়ি বরাদ্দকৃত ব্যাক্তিদের উদ্দেশ্য তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবিবার মাইকিং করে প্রচার অভিযান চালায় হেতমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাজুড়ে।বাড়ির টাকা কোনো দালাল, কোনো কর্মী বা কোনো অফিসার যদি কাটমানি চাই তাহলে তাঁদের ফাঁদে না পড়ে সরাসরি হেতমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে কিম্বা দলীয় কার্যালয়ে জানানোর জন্য মাইকিং করে প্রচার অভিযান হয় দুবরাজপুর ব্লকের হেতমপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। তৃনমূল কর্মীদের বক্তব্য যে,এরকম যদি কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যায় তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিন মাইকিং প্রচার অভিযান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হেতমপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি অভিনিবেশ রায়, হেতমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সবুর আলী, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সেখ হেরাসতুল্লাহ সহ অন্যান্য দলীয় কর্মীরা।

মুখ্যমন্ত্রীর সন্দেশখালি সফর ঘিরে চরম উৎসাহে রয়েছেন বাসিন্দারা

এহসানুল হক ● সন্দেশখালি

আপনজন: আজ সোমবার সন্দেশখালিতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই সাজো সাজো রব।

বসিরহাট লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন তিনি সন্দেশখালীতে আসবেন। এখন তিনি আসতেই তৃণমূল কর্মীরা বলছেন, কথা দিয়ে কথা রাখছেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে ঘিরে জোরকদমে প্রস্তুতি চলছিল বেশ কয়েকদিন ধরেই।তাঁর আসার খবরে বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছিল জল্পনা। ভয়ের রাত কাটিয়ে এখন অনেকটাই শান্ত সন্দেশখালি। বলছিলেন সেখানকার বাসিন্দারাই। তবে চাপা টেনশন যে রয়েছে তা এলাকায় গেলেই স্পষ্ট। ফেলে আসা দিন নিয়ে খুব একটা কথা বলতে কেউই নারাজ। সকলেই বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী এলে ঘরের কথা বলব। অবশেষে প্রায় এক বছর পর সন্দেশখালিতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে শাহজাহান-কাণ্ডের পর সন্দেশখালির মানুষের দাবি ছিল একবার আসুন মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে সন্দেশখালিতে পুলিশ-প্রশাসনের তৎপরতা এখন তুঙ্গে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর সভা যেখানে হবে, সন্দেশখালির সেই ঋষি অরবিন্দ মিশন মাঠ রবিবার পরিদর্শন করেন ডিআইজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার, উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী, বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান এবং পুলিশ-প্রশাসনের অন্য আধিকারিকরা। এদিন উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট তৃণমূল সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি সহ একাধিক বিশিষ্ট নেত্রী বর্গরা।

সন্দেশখালিতে মহিলাদের অসম্মানের বিভিন্ন ঘটনার কথা জানা যায়। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। শাহজাহান ও তাঁর লোকজনের গ্রেপ্তারির দাবিতে শুরু হয় আন্দোলন, যার অগ্রভাগে ছিলেন মহিলারা। পরে অবশ্য শাহজাহান, উত্তম, শিবুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বহিষ্কার করে শাসক দল। দখল হওয়া জমি গ্রামবাসীদের ফেরত দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফে। সন্দেশখালির ঘটনার পর এ-ই প্রথম বার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে যাচ্ছেন।

তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেশখালি তে আসছেন এতে খুশি সন্দেশখালীর প্রতিবাদী মহিলারা,আর এক প্রতিবাদী চম্পা সর্দারের বক্তব্য, 'নেতারা আমাদের জমি কেড়ে নিয়েছিল। সে জন্য তখন আমরা আন্দোলন করেছিলাম। জমি ফেরত পেয়ে এখন আমরা শান্তিতে আছি। আমরা প্রথম থেকেই চেয়েছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী সন্দেশখালিতে আসুন, আমাদের দেখুন। তখন তিনি না-এলেও এখন আসছেন। দিদির সঙ্গে আমরা কথা বলার চেষ্টা করব। আমাদের সুবিধে-অসুবিধের কথা তাঁকে বলতে চাই।' রিনা পাত্রের কথায়, 'যাদের বিরুদ্ধে আমরা রাস্তায় নেমেছিলাম, তারা এখন জেলে। এখন আমরা শান্তিতে আছি। মুখ্যমন্ত্রী আসছেন, আমরা খুশি।'

জল চুরি! টাকা ফেললেই মিলে যাচ্ছে সংযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: জল চুরি! টাকা ফেললেই মিলছে একাধিক জলের সংযোগ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও জল চুরি পুরোপুরিভাবে রোখা যায়নি। এমন অভিযোগ উঠেছে খোদ হাওড়া পুরসভা এলাকাতেও। টাকার বিনিময়ে একই হোল্ডিংয়ে একাধিক জলের সংযোগ দেওয়ার অভিযোগ।

হাওড়া পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষের অভিযোগ টাকার বিনিময়ে একই হোল্ডিং নম্বরে একাধিক জলের লাইন পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। টাকা দিলেই মিলছে জলের নতুন কানেকশন। এ নিয়ে সরব বাসিন্দারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শাহের বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের ধিক্কার মিছিল

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: রায়গঞ্জে শিলিগুড়ি মোড়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিল করল বামফ্রন্ট। আম্বেদকরকে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে এদিন মিছিল শেষে পথ অবরোধ করেন বামফ্রন্টের সদস্যরা। উত্তেজনার মধ্যেই অমিত শাহের কুশপুতুল দাহ করা হয়।

বামফ্রন্টের জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য উত্তম পাল অভিযোগ করেন, অমিত শাহের মন্তব্য ডঃ আম্বেদকরের প্রতি অসম্মানজনক। তিনি দাবি করেন, অবিলম্বে অমিত শাহকে ক্ষমা চাইতে হবে।

পাড়ার মধ্যে মদ বিক্রির প্রতিবাদ করায় বেধড়ক মারধর, জখম ৭

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: পাড়ার মধ্যে মদ বিক্রি,প্রতিবাদ করায় বাড়িতে চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো মদ বিক্রেতা ও তার সাঙ্গপাঙ্গোদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ৭ জন।রবিবার সকালে ঘটনা টি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত আমঝাড়া পঞ্চায়েতের ৭ নম্বর ধুঁড়ি এলাকায়।ঘটনায় গুরুতর জখম আঞ্জু সেখ বিবি,আজিমন বিবি নাইয়া,আবুতালেব নাইয়া,আলিমস নাইয়া,রাইহান সেখ,মহিবুল্লা নাইয়া ওকারিবুল্লা নাইয়া'রাক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে ধুঁড়ি ৭ নম্বর গ্রামের মহিলা আমিরন খাঁ। বাড়িতেই মদ বিক্রি করেন।অভিযোগ সেই মদ কিনতে বহিরাগতরাও ভিড় জমায়। রাত বারোটা একটা পর্যন্ত মদপ্যারা যাতায়াত করে। অভিযোগ অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজও করে।এলাকার পরিবেশ নষ্ট হওয়া শনিবার রাতে প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা আবুতালেব নাইয়া ও তার পরিবারের লোকজন।সেই সময় মারামারি হয়।অভিযোগ রবিবার সকালে মদ বিক্রেতা আমিরন খাঁয়ের নেতৃত্বে ১০-১২ জন যুবক চড়াও হয় প্রতিবাদীর বাড়িতে।ভাঙচুর চালায় বাড়িঘর।আবুতালেব সহ বাড়ির মহিলাদের লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ৭ জন। স্থানীয়রা তাদের কে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।অন্যদিকে সাতসকালে এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

বালুরঘাটে শিশুদের পুষ্টির কথা মাথায় রেখে তৈরি হবে বাগান

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্রের সামনেই তৈরি করা হচ্ছে সবজি বাগান। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে নেওয়া হয়েছে এই উদ্যোগ। সবজি বাগানে সবজি চাষ করবেন শিশুদের মায়েরা।

জানা গিয়েছে, বালুরঘাটে অবস্থিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা হাসপাতাল চত্বরেই রয়েছে পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র। মূলত অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে এই পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র।

মূলত যে সমস্ত শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগেন। তারা যখন এই হাসপাতালে ভর্তি হয়, তখন তাদের সাথে তাদের মায়েদের থাকতে হয়। সবজি বাগানে উৎপাদিত সেই সবজি শিশুদের পুষ্টি বাড়ানোর জন্য খাবারের সাথে দেয়া হবে।

আর এই সবজি বাগানের দেখভালের দায়িত্ব দেয়া হবে তখন সেই শিশুদের মায়েদের।

এবিষয়ে হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ জানান, শীঘ্রই তৈরি করা হবে কিচেন গার্ডেন।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশুদের মায়েরা প্রধানত এই কিচেন গার্ডেনের পরিচর্যা করবেন। সবজি বাগানে উৎপাদিত সবজি পুষ্টি বাড়ানোর জন্য তাদেরকে খাওয়ানো হবে।

প্রথম নজর

সৌদিতে এক বছরে বৃষ্টিপাত বেড়েছে ৫৩ শতাংশ

আপনজন ডেস্ক: মরুভূমির দেশ সৌদি আরবে বাড়ছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। দেশটির কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দফতর জানিয়েছে, ২০২৩ সালে সৌদিতে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে, তা তার আগের বছর ২০২২ সালের তুলায় ৫৩ শতাংশ বেশি। বৃষ্টিপাত বৃদ্ধির ফলে বেড়েছে বন্যাও। ২০২৩ সালে সৌদির নদী-নালাগুলো দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ১ কোটি হাজার ৫৬ লাখ ৪০ হাজার ঘনমিটার বন্যার পানি প্রবাহিত হয়েছে যা আগের বছর ২০২২ সালের তুলনায় ১৬৪ দশমিক ১ শতাংশ বেশি। মরু আবহাওয়ার দেশ সৌদি আরবে বৃষ্টিপাত বিরল হওয়ায় সমুদ্রের পানি লবনমুক্ত করা এবং ব্যবহৃত পানি পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার মাধ্যমে পানির চাহিদা মেটায় দেশটি। ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে সৌদিতে পুনর্ব্যবহারযোগ্য পানির উৎপাদন বেড়েছে ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ। ২০২৩ সালে ভূমি ও সমুদ্রসীমার সংরক্ষিত অঞ্চলের আয়তনও বেড়েছে। গত বছর দেশটির সংরক্ষিত ভূমির পরিমাণ বেড়েছে ৩ লাখ ৬১ হাজার বর্গকিলোমিটার, যা আগের বছর ২০২২ সালের তুলনায় ৭ দশমিক ১ অংশ। এছাড়া এই পরিমাণ ভূমি দেশটির মোট ভূখণ্ডের ১৮ দশমিক ১ শতাংশ। একই বছর সমুদ্রের সংরক্ষিত অঞ্চলের পরিমাণ বেড়েছে ১৪ হাজার বর্গকিলোমিটার যা ২০২২ সালের তুলনায় ১৭ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি। সংরক্ষিত অঞ্চলগুলোতে পার্ক তৈরির মাধ্যমে সবুজায়ন প্রকল্প শুরু করেছে সৌদি। পরিসংখ্যান দফতরের তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালে দেশটির পার্কগুলোর আয়তন বেড়েছে ৩৪ কোটি বর্গমিটার। আর সেসব পার্কে রোপন করা হয়েছে নতুন ২৬ লাখ গাছ। ২০১৭ সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান দেশটির সিংহাসনের উত্তরাধিকারী (ক্রাউন প্রিন্স) মনোনীত হন। বর্তমানে সৌদির প্রধানমন্ত্রীও তিনি। ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০২১ সালে সৌদি গ্রিন ইনিশিয়েটিভ (এসজিআই) নামের একটি প্রকল্প চালু করেন যুবরাজ। জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমানো, পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি, মরু এলাকার পরিমাণ কমিয়ে সবুজ অঞ্চলের বিস্তার বাড়ানো– প্রভৃতি ছিল এই এসজিআই গঠনের মূল উদ্দেশ্য। আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাদ দিয়ে নবায়নযোগ্য পরিবেশবান্ধব মাধ্যমগুলোকে পুরো মাত্রায় সক্রিয় করার লক্ষ্য নিয়েছে এসজিআই।

মাছ ধরার সময় হাঙরের কামড়ে প্রাণ গেল পাদ্রির

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার প্রবালপ্রাচীর গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের কিনারায় হাঙরের আক্রমণে ৪০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি মারা গেছেন। স্থানীয় পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে বিবিসি রবিবার এ তথ্য জানিয়েছে। যুব পাদ্রি লুক ওয়ালফোর্ড স্থানীয় সময় শনিবার বিকেলে পরিবারসহ বর্শা দিয়ে মাছ ধরার সময় হাঙরের কামড়ের শিকার হন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিনি গুরুতর আহত হন এবং প্যারামেডিকদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রায় এক ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনাটি ঘটে কেপেল বে আইল্যান্ডস ন্যাশনাল পার্কের হাম্পি আইল্যান্ডে, যা ডাইভিং ও স্নরকেলিংয়ের জন্য জনপ্রিয় স্থান। অন্যদিকে ওয়ালফোর্ড রকহ্যাম্পটনের ক্যাথেড্রাল অব প্রেইজ চার্চের স্কুল চ্যাপলিন ও পাদ্রি ছিলেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য ডোনা কার্কল্যান্ড এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, ‘লুক আমার ও অসংখ্য মানুষের বন্ধু ছিলেন। তার সুন্দর পরিবার ও যারা এই সংবাদে শোকাহত হবেন, তাদের প্রতি আমার প্রার্থনা ও আন্তরিক সমবেদনা রইল।’ পারিবারিক বন্ধু ডগ ওয়েবার এবিসি নিউজকে বলেন, ‘আমি দেখেছি উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার আমার বাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তখন জানতাম না এটি আমার বন্ধুর জন্য। যখন শুনলাম এটি লুকের জন্য, তখন খুবই দুঃখ পেলাম।’ বিবিসির তথ্যানুসারে, অস্ট্রেলিয়ায় সর্বশেষ প্রাণঘাতী হাঙরের আক্রমণ ঘটেছিল ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে। সে সময় একজন কিশোর নিহত হয়। চলতি বছর এখন পর্যন্ত চারটি হাঙরের আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয় একটি ডেটাবেইসে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণত অস্ট্রেলিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের পরই সবচেয়ে বেশি হাঙরের আক্রমণ ঘটে।

সুদানে সংঘাত বন্ধে তুরস্কের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাল আরব আমিরাত

আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধে বিপর্যস্ত সুদানে চলমান সঙ্কটের সমাধান খুঁজে বের করার জন্য তুরস্কের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। এছাড়া এ বিষয়ে আঙ্কারার সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয় করার জন্য নিজেদের সমর্থন নিশ্চিত করেছে। শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে আনাদোলু এজেন্সি। আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের জন্য সুদানে চলমান সঙ্কট সমাধানের জন্য ভ্রাতৃপ্রতিম তুরস্কের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, এই প্রচেষ্টা আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রচারে তুরস্কের অবিচল প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদারে অবদান রাখে। সংযুক্ত আরব আমিরাত সুদানে সংঘাতের অবসান ঘটাতে এবং সংকটের একটি ব্যাপক সমাধানের জন্য তুরস্কের প্রচেষ্টা এবং সমস্ত কূটনৈতিক উদ্যোগের সাথে সহযোগিতা ও সমন্বয় করার জন্য তার পূর্ণ প্রস্তুতির কথা নিশ্চিত করেছে। ২০১১ সালে দক্ষিণ সুদান আলাদা হয়ে যাওয়ার পর থেকে সুদানের অর্থনীতি বেশ চাপের মুখে রয়েছে। ওই বিচ্ছেদের ঘটনায় তেলের খনিগুলোর একটা বড় অংশের নিয়ন্ত্রণ হারায় সুদান। এরপর এখনো থামেনি সংঘাত। সুদানের সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্টের (আরএসএফ) অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ে দেশটি এখন মানবিক সঙ্কটের মুখে। আরব আমিরাত অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছানো এবং দ্রুত অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ে শত্রুতা বন্ধ করার উপর জোর দিয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ক্রমবর্ধমান সংঘাত বন্ধে সকল প্রাসঙ্গিক পক্ষ, আঞ্চলিক অংশীদার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে সঙ্কট সমাধানে শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। গত বছরের আগস্টে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত সুদান থেকে প্রতিবেশী দেশগুলোতে মোট ১০ লাখ ১৭ হাজার ৪৪৯ জন মানুষ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। সেসব দেশগুলোও নানা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মানবিক সংস্থাগুলো নিরাপত্তার অভাব, লুটপাটের আশঙ্কা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সুদানবাসীর কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিতে পারছেন না।

দক্ষিণ কোরিয়ায় বিমান বিধ্বস্তের কারণ নিয়ে যা বলছেন বিশেষজ্ঞরা

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ায় যাত্রীবাহী একটি বিমান বিধ্বস্তে ১৭৯ জন আরোহী নিহত হয়েছে। দেশটির প্রশাসন ও বিমানবন্দরের কর্মকর্তারা বিমানটির বিধ্বস্তের পেছনে পাখির আঘাতকে কারণ হিসাবে জানালেও তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা। এর ফলে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রাণঘাতী এই বিমান দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। মুয়ান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়েতে অবতরণের সময় ল্যান্ডিং গিয়ারের অনুপস্থিতি, দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট ৭৩৭-৮০০ বোয়িংয়ের বেলি-ল্যান্ডিং এবং সম্ভাব্য পাখির আঘাতের ঘটনা ঘিরে যেসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তার জবাব এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে বেসরকারি বিমান সংস্থা জেজু এয়ারের বিমানটির রানওয়েতে অবতরণের সময় ল্যান্ডিং গিয়ার দেখা যায়নি। রানওয়েতে দ্রুতগতিতে চলা বিমানটিকে রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়তে দেখা যায়। এর পরপরই সেটি রানওয়ের প্রাচীরে সজোরে আঘাত হানে। এতে মুহূর্তের মধ্যে বিমানটিতে আগুন ধরে যায়। দুমড়ে-মুচড়ে যায় সামনের অংশ। রোববার থাইল্যান্ডের ব্যাংকক থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় উদ্দেশে ১৮১ যাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল জেজু এয়ারের ফ্লাইট ৭সি২২১৬। জেজু এয়ারের এই বিমানে ১৭৫ জন যাত্রী ও ৬ জন ক্রু ছিলেন। দক্ষিণ কোরিয়ার মুয়ান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বিমানটি। এতে ১৭৯ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। দু’জনকে জীবিত উদ্ধারের পর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এয়ারলাইন নিউজের সম্পাদক জিওফ্রে থমাস বলেন, ‘কেন দমকল কর্মীরা রানওয়েতে ফোম ফেললেন না? বিমানটি যখন রানওয়ে ছুঁয়েছিল, তখন কেন তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না? বিমানটি কেন রানওয়ের এতটা নিচে নেমে গিয়েছিল? এবং কেন রানওয়ের শেষের দিকে ইটের প্রাচীর ছিল?’ দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মকর্তারা বলেছেন, তারা এই বিমান দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছেন। তদন্তে সম্ভাব্য পাখির আঘাতসহ অন্যান্য বিষয়কে আমলে নেয়া হচ্ছে। দেশটির পরিবহন মন্ত্রণালয় বলেছে, বিমানের ফ্লাইট ডাটা রেকর্ডারটি দুর্ঘটনার প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর সকাল সাড়ে ১১টায় এবং ককপিট ভয়েস রেকর্ডারটি দুপুর ২টা ২৪মিনিটে পাওয়া গেছে। থমাস বলেন, এর ফলে বিমানের সব ধরনের ব্যবস্থাপনার তথ্য পাওয়া যাবে। বিমানের হার্টবিট ফ্লাইট ডাটা রেকর্ডারে থাকে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় কী ঘটেছে তার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিশ্লেষণ মিলবে ভয়েস রেকর্ডারে। কর্মকর্তারা বলেছেন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ারের পক্ষ থেকে উড়োজাহাজে পাখির আঘাতের বিষয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু এর এক মিনিটের মধ্যে পাইলটরা মেডে ঘোষণা এবং জরুরি অবতরণের চেষ্টা করেন। যদিও বিমানটি কোনও পাখিকে আঘাত করেছিল কি না, সেটি স্পষ্ট নয়। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, পাখির আঘাতের কারণে ল্যান্ডিং গিয়ারে ত্রুটি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম বলেই মনে হচ্ছে। থমাস বলেন, বিমানে পাখির আঘাত অস্বাভাবিক কিছু নয়। এছাড়া আন্ডারক্যারেজ সমস্যাও অস্বাভাবিক নয়। বিমানে প্রায়ই পাখির আঘাত ঘটে। সাধারণত পাখির আঘাত বিমানের ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয় না।

জেনিনে ফিলিস্তিনি সাংবাদিক শাজাকে গুলি করে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: দখলকৃত উত্তর পশ্চিম তীরের জেনিন শরণার্থী শিবিরে ফিলিস্তিনি সাংবাদিক শাজা আল-সব্বাগকে গুলি করে হত্যা করেছে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ (পিএ) বাহিনীর নিরাপত্তা সদস্যরা। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, শনিবার রাতে পিএ বাহিনী ও প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় আল-কুদস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী শাজার মাথায় গুলি করা হয়। নিহতের পরিবার জানিয়েছে, শাজা বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় পিএ বাহিনীর আক্রমণের শিকার হন এবং তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। রাজনৈতিক বন্দিদের পরিবারের কমিটি এক বিবৃতিতে এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। সেই সঙ্গে একে একটি ‘জঘন্য অপরাধ’ বলে উল্লেখ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘নতুন এই অপরাধ আমাদের জনগণের স্বাধীনতা এবং জীবনের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে। এ ঘটনা জাতীয় ও মানবিক মূল্যবোধের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন’। মানবাধিকার সংগঠন এবং কর্মীদের কাছে এই দমনমূলক এবং রক্তাক্ত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে এই কমিটি। এদিকে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস এবং ইসলামিক জিহাদসহ (পিআইজে) অন্যান্য সংগঠনগুলোও শাজা হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়েছে। ইসরাইলি বাহিনীর পাশাপাশি গত দুই সপ্তাহে পিএ বাহিনীও জেনিন শরণার্থী শিবিরে অভিযান চালিয়েছে। যার ফলে সেখানে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ফিলিস্তিনি জনগণ এবং প্রতিরোধ যোদ্ধারা এই আক্রমণগুলোর নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, পিএ দখলকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের রক্ষার পরিবর্তে ইসরাইলি শাসনের কার্যনির্বাহী বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

কাজাখস্তানে উড়োজাহাজ বিধ্বস্তের আগে আল্লাহকে স্মরণ করা যাত্রী জানালেন ভয়াবহ অভিজ্ঞতা

আপনজন ডেস্ক: কাজাখস্তানে গত বুধবার উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে ৩৮ জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে আছেন দুই বৈমানিকও। তবে অলৌকিকভাবে উড়োজাহাজটির ২৯ আরোহী বেঁচে যান। ভয়াবহ এ দুর্ঘটনার আগমুহূর্তে উড়োজাহাজের ভেতরের ভিডিও করেন এক যাত্রী। খবর সিএনএনের। ওই ভিডিও-তে দেখা যায়, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিমানটি যখন নিচে নেমে আসছিল তখন সবাই ভয়ে চিৎকার করছিলেন। তবে যিনি ভিডিওটি ধারণ করেছেন, তিনি শান্ত থাকার চেষ্টা করার পাশাপাশি সঙ্গে আল্লাহর নাম স্মরণ করছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন দোয়া পড়ছিলেন। তার মধ্যেও আতঙ্কের স্পষ্ট ছাপ ছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওটির ওই ব্যক্তিও ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছেন। শুভোনকুল রাখিমোভ নামের এ যাত্রী দুর্ঘটনার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ও আল্লাহর নাম স্মরণ করার কারণ জানিয়েছে বলেছেন, ‘উড়োজাহাজটি ভেঙে পড়তে যাচ্ছিল। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পার হওয়ার পরও এটি ভেঙে পড়েনি। আরও কয়েক মিনিট পার হওয়ার পরও উড়োজাহাজটি নিচে পড়ে যায়নি। তখন আমার মনে হলো, এ মুহূর্তে আমার দোয়া পড়া উচিত। আমি আল্লাহকে স্মরণ করা শুরু করি। আমি ভেবেছিলাম এগুলো আমার শেষ কথা হবে, আমাকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। যেহেতু আমার মৃত্যু হয়নি। আমি মনে করি আমাকে এখন আল্লাহর আরও সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।’ আজারবাইজানের উড়োজাহাজটি ৬৭ আরোহী নিয়ে বাকু থেকে রাশিয়ার গ্রোজনিতে যাচ্ছিল। পথে বিমানটিতে সমস্যা দেখা দিলে জরুরি অবতরণের প্রয়োজন হয়। নিরাপদে অবতরণে কাজাখস্তানের আকতাউয়ে যান বৈমানিকরা। তারা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালান। কিন্তু রানওয়ে থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে একটি মাঠে বিমানটির অবতরণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এটি সেখানেই বিধ্বস্ত ও দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। আজারবাইজান এয়ারলাইন্স বৈমানিকদের হিরো আখ্যা দিয়ে বলেছে, তারা শেষ পর্যন্ত যাত্রীদের সেবা ও জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইতিহাসে তারা অমর হয়ে থাকবেন। অভিযোগ আছে, বিমানটি যখন গ্রোজনির আকাশে ছিল, তখন এটিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে রুশ বাহিনী। রাশিয়া এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আসাদপন্থীদের বিরুদ্ধে নতুন প্রশাসনের অভিযান, গ্রেপ্তার প্রায় ৩০০

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার নতুন প্রশাসন ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের অনুগতদের ওপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। এতে প্রায় ৩০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে তথ্যদাতা, আসাদপন্থী যোদ্ধা ও সাবেক সেনা সদস্যরা রয়েছেন। ইসলামপন্থী হায়াত তাহরির আল-শাম (এইচটিএস) বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে তিন সপ্তাহ আগে আসাদ সরকার উৎখাতের পর সিরিয়ার নতুন শাসকরা নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করতে এ অভিযান শুরু করেছেন। নতুন প্রশাসনের নিরাপত্তা বাহিনী বৃহস্পতিবার আসাদপন্থী মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালায়। হিউম্যান রাইটসের প্রধান রামি আবদেল রহমান বলেন, ‘এক সপ্তাহের কম সময়ে প্রায় ৩০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

NAME CHANGE

I, Sd Md Mahibbul Islam S/o Syed Zahirul Islam residing at Village and Post Basubati, Ps-Singur, Dist Hooghly, Pin 712409, has change my name and shall henceforth be known as Syed Md Mahibbul Islam as declared before the Notary public Court Chandannagar (Dist Hooghly/West Bengal) vide affidavit No 88 dated 09.07.2024, Sd Md Mahibbul Islam and Syed Md Muhibul Islam and Syed Md Mahibbul Islam all are same and identical person.

ঘোষণা পত্র

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে আমি আলমগীর হোসেন পিতা-আলি হোসেন, গ্রাম-কৃষ্ণমাটি, পো: কামদুনি, থানা: শাসন, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, পিন: ৭০০১৩৫-এর স্থায়ী বাসিন্দা। আমি Enrolement Certificate পাইবার জন্য West Bengal Law Clerk State Council -এ দরখাস্ত করিয়াছি। যদি কাহারও কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে ‘To The Chairman, West Bengal Law Clerk State Council, Beliaghata Road, Sealdah Court Complex, 7th Floor, Kolkata, 700014’ এই ঠিকানায় জানাতে হবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৭মি.

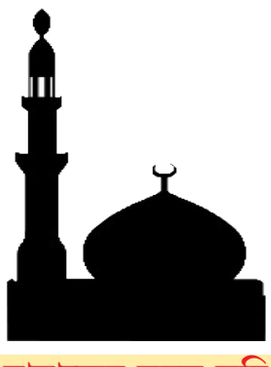

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫০	৬.১৬
যোহর	১১.৪৪	
আসর	৩.২৭	
মাগরিব	৫.০৭	
এশা	৬.২২	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৯	

এবার কানাডায় যাত্রীবাহী বিমানে আগুন

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ায় ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার মধ্যেই এবার কানাডায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে একটি যাত্রীবাহী বিমান। এয়ার কানাডার বিমানটি দেশটির হ্যালিফ্যাক্স বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণের চেষ্টা করে। এ সময় প্রচণ্ড গতিতে পিছলে গিয়ে এতে আগুন ধরে যায়। জানা গেছে, রোববার (২৯ ডিসেম্বর) এয়ার কানাডার এসি২২৫৯ বিমানটি কানাডার সেন্ট জন’স বিমানবন্দর থেকে হ্যালিফ্যাক্স বিমানবন্দরে আসে। কিন্তু অবতরণের সময় ঘটে দুর্ঘটনা। তবে বিমানে থাকা প্রায় ৮০ জন যাত্রীকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়।

জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন রুশপন্থী মিখাইল কাভেলাশভিলি

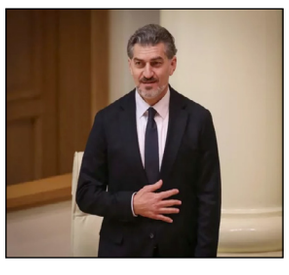

আপনজন ডেস্ক: ডানপন্থী পিপলস পার্টির নেতা ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সাবেক ফুটবল তারকা ৫৩ বছর বয়সী মিখাইল কাভেলাশভিলি জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন। রুশপন্থী ও ইইউপন্থী দলগুলোর মধ্যে ব্যাপক বিভক্তির মধ্যে টালমাটাল নির্বাচনের পর রোববার (২৯ ডিসেম্বর) শপথ নিলেন তিনি। তাকে মূলত রাশিয়াপন্থী এবং পশ্চিমাদের সমালোচক হিসেবে দেখা হয়। এর আগে পার্লামেন্টে কাভেলাশভিলির প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতা ৩০০ জন আইনপ্রণেতার মধ্যে ২২৪ জন সমর্থন করেন। ৫৩ বছর বয়সী এই প্রার্থীই একমাত্র প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হন। জর্জিয়া একটি সংসদীয় প্রজাতন্ত্র। সেখানে নির্বাহী ক্ষমতা পরিচালনা করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেন্টের ভূমিকা মূলত আনুষ্ঠানিক। ২০২২ সালের গ্রীষ্মে নবগঠিত পিপলস পার্টিতে যোগ দেওয়ার আগে কাভেলাশভিলি আরেক ডানপন্থী দল জর্জিয়ান ড্রিমের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে পার্লামেন্টে আটটি আসন পাওয়া দলটি ক্ষমতাসীন জোটের শরীক। রাজনীতিবিদ হওয়ার আগে কাভেলাশভিলি একজন ফুটবলার হিসাবে সফল ক্যারিয়ার পার করে এসেছেন।

হামাসের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে কাতারের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধ অবসানে একটি ‘স্পষ্ট ও ব্যাপক’ চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে হামাসের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী। শনিবার (২৮ ডিসেম্বর) রাজধানী দোহায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান বিন জসিম আল-থানি সিনিয়র কর্মকর্তা খলিল আল-হাইয়ার নেতৃত্বে হামাসের একটি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বৈঠকে গাজা যুদ্ধবিরতি আলোচনার সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এই অঞ্চলে চলমান যুদ্ধের অবসান ঘটাতে একটি স্পষ্ট ও বিস্তৃত চুক্তি নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নেওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চলতি মাসের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে জয়লাভের পর হামাসের সঙ্গে আলোচনায় ‘গতি’ ফিরছে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি দোহা ফোরামের রাজনৈতিক সম্মেলনে তিনি বলেন, নির্বাচনের পর আমরা বুঝতে পেরেছি যে, গতি ফিরে আসছে। প্রেসিডেন্ট অফিসে আসার আগেই নতুন ট্রাম্প প্রশাসন একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য অনেক উৎসাহ দিয়েছেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩৫৩ সংখ্যা, ১৪ পৌষ ১৪৩১, ২৭ জমাদিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

মহাদায়িত্ব

কয়েক বত্সর পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা জীবাশ্ম ও ভূপ্রকৃতি গবেষণার মাধ্যমে জানাইয়াছিলেন যে, এখন যেমন রেড পান্ডা বিলুপ্তির পথে রহিয়াছে, ৭০ হাজার বত্সর পূর্বে মানব প্রজাতিও একইভাবে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে চলিয়া গিয়াছিল। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, কিন্তু কী হইত যদি পৃথিবীতে মানুষ না থাকিত? অনেকে বলেন, মানুষ না থাকিলে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ প্রজাতি রক্ষা পাইত। প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিবার মাত্র কয়েক হাজার বত্সর পূর্বে লন্ডনের নিকটবর্তী বনাঞ্চলে একটি প্রজাপতির যতটুকু ভূমিকা ছিল, মানুষের ভূমিকা বা সামর্থ্য তাহার চাইতে বেশি ছিল না। কিন্তু মানুষ ক্রমশ যাহা করিয়াছে, তাহাকে বলা যায় এই পৃথিবীকে এককভাবে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী ওলটপালট করা। এই প্রকৃতিতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতি বসবাস করে, মানুষ তাহার মধ্যে একটিমাত্র প্রজাতি। কিন্তু গত কয়েক শত বত্সর ধরিয়া, বিশেষ করিয়া শিল্পবিপ্লবের পর হইতে মানুষ সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নের নামে প্রকৃতি উজাড় করিয়া এমন সকল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে—যাহার ক্ষত মেরামত করিতে প্রকৃতি পালটাইয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানীরা বলিতেছেন, শিল্পযুগের শুরু হইতে মানবসৃষ্ট কারণে উত্পাদিত অতিরিক্ত তাপের ৯০ শতাংশ শোষণ করিয়া আসিতেছিল বিশ্বের মহাসাগরগুলি। তবে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইবার ফলে মহাসাগরগুলির কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণের সক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে। এই ব্যাপারে জলবায়ুবিজ্ঞানীদের কেহ কেহ বলিতেছেন—বিশ্বের জলবায়ু মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

গত কয়েক দিন ধরিয়া সারা দেশে অঝোর ধারায় বৃষ্টিপাত হইতেছে। বর্ষার বিদায়কালের দিকে বৃষ্টিপাত হইবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। কিন্তু এখন যাহা হইতেছে, অল্প সময়ে ব্যাপক বৃষ্টিপাত। সিকিমে প্রবল বৃষ্টিতে হকড়াবানে কয়েক দিন পূর্বে ভয়াবহ বন্যা হইয়াছে। মাত্র সপ্তাহখানেক পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের প্রায় ৮৫ লক্ষ মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নিউ ইয়র্ক সিটি, লং আইল্যান্ড ও হাডসন ভ্যালি পানিতে তলাইয়া গিয়াছিল। ডুবিয়া গিয়াছিল সাবওয়েগুলি। সেইখানে এমন বৃষ্টিপাত হইয়াছে যাহা ১৪০ বত্সরের মধ্যে সর্বোচ্চ। গ্রিসে যেমন ঘূর্ণিঝড় ড্যানিয়েলের তাণ্ডব চালাইয়াছে, প্রবল বৃষ্টিতে বন্যা হইয়াছে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলে, তেমনি লিবিয়াতেও হইয়াছে ভয়াবহ বন্যা। বন্যায় বিপর্যস্ত হইয়া লিবিয়ায় কয়েক হাজার মানুষ নিহত হইয়াছে। বিপর্যয়কর বন্যা বা বৃষ্টিপাত ছাড়াও ইতিমধ্যে উষ্ণতম বত্সর হইবার ইঙ্গিত দিয়াছে সদ্যসমাপ্ত সেপ্টেম্বর মাস। বলা যায়, উষ্ণতম দিনের রেকর্ড এই বিশ্ব প্রতি বত্সরই ভাঙিতেছে। স্পষ্টতই, ১ লক্ষ ২০ হাজার বত্সরের পুরাতন তাপমাত্রার রেকর্ড দিনের পর দিন ভাঙিয়া দিতেছি আমরা। ইহা যেন এক নূতন পৃথিবী! কী এক বিপর্যয়কর যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি আমরা! বৈশ্বিক তাপমাত্রা এখন প্রতি বত্সরই অল্প অল্প করিয়া বাড়িবে। ইহাই চরম বাস্তবতা। জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রাও আরো তীব্র হইবে। তাহার ফলে পরিবর্তন ঘটিতে পারে সমুদ্রস্রোতের। ফলে মৌসুমি বায়ুতেও পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। তাহার ফলে কোনো কোনো এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হইতে পারে, অন্যদিকে কোথাও দেখা দিতে পারে ব্যাপক খরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাইলে মানুষ অনেক বেশি শহরমুখী হইতে পারে। ফলে ভবিষ্যত্ পৃথিবীর সামগ্রিক চিত্র যথেষ্ট আতঙ্কের। এই সকল বিষয় মাথায় রাখিয়া দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের সামগ্রিক পরিকল্পনা করা জরুরি।

এই জন্য বর্তমানে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবিলা করিবার বিষয়টিকে এই ধরিত্রীর বুকে মানুষের বাঁচা-মরার সহিত তুলনা করা হইতেছে। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব মোকাবিলায় আগামী নভেম্বরে জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্বনেতাদের ভূমিকা রাখিবার সুযোগ রহিয়াছে। নিজ নিজ ক্ষেত্র হইতে পৃথিবীকে রক্ষার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে জরুরি এবং প্রশংসনীয়। আমাদের তো একটাই পৃথিবী। পৃথিবী রক্ষার মহাদায়িত্ব সকলেরই। নিজ নিজ পরিসর হইতে সেই চেষ্টা প্রতিটি রাষ্ট্রকে করিতে হইবে।

মনমোহন সিং ও নরেন্দ্র মোদি: পার্থক্য কোথায়

বিজেপির প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হওয়ার প্রচারণা চালানোর সময় এবং ইউপিএকে ক্ষমতা থেকে সরানোর লক্ষ্যে নরেন্দ্র মোদি বেশ আগে থেকেই মনমোহন সিংকে লক্ষ্যবস্তু করেন। ২০১২ সালের অক্টোবরে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন একটি সমাবেশে তিনি মনমোহন সিংকে 'মৌন মোহন সিং বলে অভিহিত করেন। প্রায় এক বছর পর, ২০১৩ সালের মার্চে নয়াদিল্লিতে বিজেপি জাতীয় পরিষদের বৈঠকে বক্তৃতা করার সময় মোদি সিংকে 'নাইট ওয়াচম্যান' বলে আখ্যায়িত করেন। লিখেছেন **লালমণি ভার্মা ও বিকাশ পাঠক..**

বিজেপির প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হওয়ার প্রচারণা চালানোর সময় এবং ইউপিএকে ক্ষমতা থেকে সরানোর লক্ষ্যে নরেন্দ্র মোদি বেশ আগে থেকেই মনমোহন সিংকে লক্ষ্যবস্তু করেন। ২০১২ সালের অক্টোবরে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন একটি সমাবেশে তিনি মনমোহন সিংকে 'মৌন মোহন সিং বলে অভিহিত করেন। প্রায় এক বছর পর, ২০১৩ সালের মার্চে নয়াদিল্লিতে বিজেপি জাতীয় পরিষদের বৈঠকে বক্তৃতা করার সময় মোদি সিংকে 'নাইট ওয়াচম্যান' বলে আখ্যায়িত করেন।

এরপরের মাসে, বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে বক্তৃতায় মোদি বলেন, 'যদি আপনি ১০০ কংগ্রেস কর্মীর কাছে জানতে চান তাদের নেতা কে, কেউই মনমোহন সিংয়ের নাম করবে না। অথচ তিনিই প্রধানমন্ত্রী।...এমন একজন প্রধানমন্ত্রী কীভাবে জাতিকে নেতৃত্ব দেবেন?'

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিংয়ের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর, রাজ্যসভায় মোদি তাঁর বক্তৃতায় মনমোহনের কোন দুর্নীতির রেকর্ড না থাকা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'মনমোহন সিংয়ের বিরুদ্ধে একটিও দুর্নীতির অভিযোগ নেই, তা-ও তাঁর সময়ই কংগ্রেস সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার। বাথরুমে রেইনকোট পরে গোসল করার কৌশল ড. মনমোহন সিংয়ের কাছ থেকে শেখা যেতে পারে।' কংগ্রেসসহ বিরোধীরা এরপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওয়াকআউট করে।

২০১৭ সালের ১০ ডিসেম্বর, গুজরাট নির্বাচনের প্রচারণার সময়, মোদি ইঙ্গিত দেন যে মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস পাকিস্তানের সঙ্গে মিলে রাজ্যের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে। এর প্রতিক্রিয়ায় সিং বলেন, 'আমি গভীরভাবে ব্যথিত এবং মর্মাহত এমন মিথ্যা অপপ্রচার এবং অমূলক অভিযোগে,...তা-ও একজন প্রধানমন্ত্রী দ্বারা।'

২০১৪ সালের ৪ জানুয়ারি, ইন্দোরে একটি সংবাদ সম্মেলনে মনমোহন সিংকে এই মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেছিলেন, 'আমি অত্যন্ত কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছিলাম। তা আমার উচিত হয়নি। আমি তা আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। তবে সময় বেশি দূরে নয়, যখন সাধারণ জনগণ মোদিজির প্রণীত সরকারি নীতির কার্যকারিতা সম্পর্কে নিজস্ব মতামত জানাবেন।'

মনমোহন সিংহ তাঁর উত্তরসূরির অর্থনৈতিক নীতিগুলোরও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। ২০১৬ সালের নভেম্বরে সংসদে নোট বাতিল নিয়ে বিতর্কের সময় তিনি বলেন, 'যেভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে তা একটি বিশাল ব্যবস্থাপনা ব্যর্থতা...সংগঠিত লুটপাট ও বৈধ ডাকাতি।'

এর এক বছর পর, ২০১৭ সালের নভেম্বরে আহমেদাবাদে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, নোট বাতিল এবং পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) দেশের অর্থনীতির জন্য 'যমজ আঘাত'।

২০১৮ সালে কাঠুয়ায় আট বছরের এক মেয়ের ধর্ষণ ও হত্যা এবং উন্নাওতে এক বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগব ওঠে। এই বিষয়ে এপ্রিলে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এ মনমোহন সিং একটি সাক্ষাৎকারে নরেন্দ্র মোদির 'নীরবতা' নিয়ে সমালোচনা করে বলেছিলেন, মোদী 'আমাকে যে আরও বেশি কথা বলার পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেটা তাঁর নিজেরই অনুসরণ করা উচিত।'

বিজেপি যখন তাকে 'মৌন মোহন সিং' বলে ব্যঙ্গ করেছিল, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, তিনি জীবনে এমন মন্তব্যের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

শেষ পর্যন্ত স্বল্পভাষী মনমোহন সিং পর্যন্ত মোদিকে নিশানা করে বলেছিলেন, মোদি নির্বাচনী প্রচারে এমন 'বিদ্বেষপূর্ণ' এবং 'বিভাজনমূলক' ঘৃণাত্মক ভাষণ দিয়েছেন, যা জনজীবনের মর্যাদা এবং প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদাকে খাটো করেছে। এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী একটি নির্দিষ্ট সমাজগোষ্ঠী বা বিরোধী পক্ষকে লক্ষ্য করে এমন বিদ্বেষপূর্ণ, অসংসদীয় এবং অমার্জিত ভাষা ব্যবহার করেননি।

২০১৭ সালের ১০ ডিসেম্বর, গুজরাট নির্বাচনের প্রচারণার সময়, মোদি ইঙ্গিত দেন যে মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস পাকিস্তানের সঙ্গে মিলে রাজ্যের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে। এর প্রতিক্রিয়ায় সিং বলেন, 'আমি গভীরভাবে ব্যথিত এবং মর্মাহত এমন মিথ্যা অপপ্রচার এবং অমূলক অভিযোগে,...তা-ও একজন প্রধানমন্ত্রী দ্বারা।' ২০১৪ সালের ৪ জানুয়ারি, লোকসভা নির্বাচনের আগে এক সংবাদ সম্মেলনে মনমোহন সিংহ বলেছিলেন, 'নরেন্দ্র মোদির গুণাবলি নিয়ে আলোচনা না করেও আমি বিশ্বাস করি, শ্রী নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হলে তা দেশের জন্য বিপর্যয়কর হবে।'

২০১৪ সালে ক্ষমতা হারানোর পর, ২০১৮ সালের নভেম্বরে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে লোকসভা নির্বাচনের আগে এক সংবাদ সম্মেলনে মনমোহন সিংহ বলেছিলেন, 'নরেন্দ্র মোদির গুণাবলি নিয়ে আলোচনা না করেও আমি বিশ্বাস করি, শ্রী নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হলে তা দেশের জন্য বিপর্যয়কর হবে।'

২০১৪ সালের ৪ জানুয়ারি, লোকসভা নির্বাচনের আগে এক সংবাদ সম্মেলনে মনমোহন সিংহ বলেছিলেন, 'নরেন্দ্র মোদির গুণাবলি নিয়ে আলোচনা না করেও আমি বিশ্বাস করি, শ্রী নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হলে তা দেশের জন্য বিপর্যয়কর হবে।' ২০১৪ সালে ক্ষমতা হারানোর পর, ২০১৮ সালের নভেম্বরে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এমন 'বিদ্বেষপূর্ণ' এবং 'বিভাজনমূলক' ঘৃণাত্মক ভাষণ দিয়েছেন, যা জনজীবনের মর্যাদা এবং প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদাকে খাটো করেছে। এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী একটি নির্দিষ্ট সমাজগোষ্ঠী বা বিরোধী পক্ষকে লক্ষ্য করে এমন বিদ্বেষপূর্ণ, অসংসদীয় এবং অমার্জিত ভাষা ব্যবহার করেননি।

২০১৯ সালের মে মাসে পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মনমোহন সিং এনডিএ সরকারের দেশ চালানোকে 'শাসন এবং জবাবদিহির ব্যর্থতার একটি করুণ গল্প'। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে, জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, দিল্লি তার সার্বভৌম এবং অর্থনৈতিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি শান্তির আহ্বান জানিয়ে সঠিক কাজ করেছে।

বলেছিলেন, তিনি 'ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্নের চেয়ে বেশি আশাবাদী'। তবে সেই আশাবাদ নির্ভর করছে ভারতের 'সম্প্রীতিময় সমাজ' হিসেবে টিকে থাকার ওপর।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে মোদি বারবার মনমোহন সিংয়ের ইউপিএ সরকারকে নিশানা করেছিলেন। মোদির অভিযোগ ছিল যে কংগ্রেস তাদের শাসনকালে সংখ্যালঘুদের জন্য সরকারের বাজেট বরাদ্দের ১৫ শতাংশ দিতে চেয়েছিল।

রাজস্থানে এক ভাষণে মোদি ২০০৬ সালের ডিসেম্বরে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের এক সভায় মনমোহন সিংয়ের বক্তব্য উল্লেখ করে বলেছিলেন যে কংগ্রেস সরকার দেশের সম্পদের প্রথম অধিকার মুসলমানদের দিতে চেয়েছিল। তিনি দাবি করেছিলেন যে কংগ্রেসের ইশতেহার ইঙ্গিত দেয় যে তাদের নেতৃত্বাধীন সরকার 'আমাদের মায়েদের ও বোনদের জমানো সোনা' নিয়ে গিয়ে বিলিয়ে দিতে চায়।

শেষ পর্যন্ত স্বল্পভাষী মনমোহন সিং পর্যন্ত মোদিকে নিশানা করে বলেছিলেন, মোদি নির্বাচনী প্রচারে এমন 'বিদ্বেষপূর্ণ' এবং 'বিভাজনমূলক' ঘৃণাত্মক ভাষণ দিয়েছেন, যা জনজীবনের মর্যাদা এবং প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদাকে খাটো করেছে। এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী একটি নির্দিষ্ট সমাজগোষ্ঠী বা বিরোধী পক্ষকে লক্ষ্য করে এমন বিদ্বেষপূর্ণ, অসংসদীয় এবং অমার্জিত ভাষা ব্যবহার করেননি।

নির্বাচনের সময় পাঞ্জাবের ভোটারদের উদ্দেশে মনমোহন সিং বলেছিলেন, 'গত ১০ বছরে (মোদি শাসনকালে), বিজেপি সরকার পাঞ্জাব, পাঞ্জাবি এবং পাঞ্জাবিপনাকে কলঙ্কিত করতে কোনো কসরত রাখেনি।'

তিনি দিল্লির সীমান্তে কৃষকদের বছরব্যাপী আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন, 'কৃষকদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত লাঠিচার্জ এবং রবার বুলেট যথেষ্ট ছিল না বলে মনে হয়। প্রধানমন্ত্রী নিজে সংসদে আমাদের কৃষকদের "আন্দোলনজীবী" এবং "পরজীবী" বলে আক্রমণ করেছিলেন।'

লালমণি ভার্মা সহকারী সম্পাদক, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

বিকাশ পাঠক ডেপুটি অ্যাসোসিয়েট এডিটর, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

সৌজন্যে: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ইংরেজি থেকে অনূদিত

দক্ষিণ আফ্রিকা

বানরের জরুরি অ্যালার্মে হয়রান নিরাপত্তারক্ষীরা

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বাড়ি থেকে কিছুক্ষণ পরপরই জরুরি অ্যালার্মের সংকেত আসছিল। ওই সংকেত দেখে ওই বাড়ির মালিককে বিপদ থেকে মুক্ত করতে নিরাপত্তা বাহিনীর একটি দলকে সেখানে পাঠানো হয়। সিকিউরিটি প্রতিষ্ঠান এমআই৭ ন্যাশনাল গ্রুপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বার্তায় জানিয়েছে, বড়দিনের এক দিন পরই নর্থডেল এলাকার একটি বাড়ি থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণকক্ষে বারবার জরুরি অ্যালার্মের সংকেতবার্তা আসছিল। বিষয়টি তাদের চিন্তিত করে তোলে। তারা ভাবছিল, নিশ্চয় কোনো ব্যক্তি বড় কোনো বিপদে পড়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় বলা হয়, তাদের মধ্যে এমন ভাবনা জন্ম নেয়, নিশ্চয় তাদের কাছ থেকে নিরাপত্তাসেবা নেওয়া ব্যক্তিটি বড় কোনো বিপদে পড়েছেন। বিষয়টি চিন্তা করে তারা দ্রুত ওই বাসায় নিরাপত্তারক্ষীদের কয়েকটি ইউনিট পাঠিয়ে দেয়। সেখানে যাওয়ার পর নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে যা শুনলেন, তাতে তাঁদের চক্ষু চড়কগাছ।

বার্তায় আরও বলা হয়, নিরাপত্তা বাহিনীর প্রথম দলটি বাড়ির সামনে আসার পর সেবাগ্রহীতা তাঁদের জানান, তিনি কোনো জরুরি অ্যালার্মের সংকেত দেননি। একটি বানর তাঁর ঘরে ঢুকে ওই জরুরি সংকেত পাঠানোর দূরনিয়ন্ত্রণ বোতামটি চুরি করে নিয়ে গেছে। ওই ব্যক্তি বলেন, বানরটি বোতাম নিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেছে। এ কারণে নিরাপত্তাকর্মীরা ওই বোতামের সংকেত পাচ্ছেন। মনে হচ্ছে, বানরটি কোথাও বসে ওই বোতামে চাপ দিচ্ছে।

নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বার্তায় আরও লিখেছেন, 'ঘটনাটি বেশ অস্বাভাবিকই বটে। তবে সেবাগ্রহীতা ওই ব্যক্তি দূরনিয়ন্ত্রণ বোতামের 'চোরকে' তাড়া করার পক্ষে নন। তিনি ওই 'লুণ্ঠনকারীকে' সেই জিনিস নিয়ে নিরাপদে চলে যেতে দিতে চান।

ইউন ইয়ং-কোয়ান

দক্ষিণ কোরিয়া: ভঙ্গুর গণতন্ত্র সারাইয়ের পথ কী

এ মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো—বিশেষত ৩ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওলের সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য জারি করা সামরিক আইনের ঘোষণা দেশটির গণতন্ত্রের অসাধারণ স্থিতিস্থাপকতা এবং ভেতরকার ভঙ্গুরতা উভয়কেই স্পষ্ট করে দিয়েছে।

সরকারব্যবস্থাটি এবারের মতো টিকে গেছে বটে, কিন্তু যদি গণতন্ত্র বারবার এমন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়, তাহলে সেখানকার গণতন্ত্র কখনোই নিরাপদ থাকবে না।

প্রথমত, এটি ভালো খবর যে দেশটির পার্লামেন্ট বা জাতীয় পরিষদ দ্রুত প্রেসিডেন্ট ইউনের সামরিক আইন বাতিলের জন্য একটি প্রস্তাব পাস করেছে। তা ছাড়া লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে ইউনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছে এবং ক্ষমতাসীন পিপলস পাওয়ার পার্টির (পিপিপি) আইনপ্রণেতাদের তাঁর অভিশংসন সমর্থনের জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে। তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। প্রথম অভিশংসন ভোটে পিপিপি প্রতিনিধিরা জাতীয় পরিষদ থেকে ওয়াকআউট করলেও দ্বিতীয়বারের সময় তাঁরা প্রস্তাবটি সমর্থন করেছেন এবং এটি পাস হয়েছে। ইউন এখন বরখাস্ত এবং তাঁর অভিশংসন বহাল থাকবে কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁকে সংবিধান আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য ছয় মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যদি আদালত অভিশংসন বহাল রাখে, তাহলে ৬০ দিনের মধ্যে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হান ডাক-সুর সিদ্ধান্ত এই অস্থির সময়কে আরও অনিশ্চিত করেছে। সেখানে তিনি ৯ সদস্যের আদালতে ৯ জন বিচারক নিয়োগে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এর জের ধরে হান নিজেই এখন অভিশংসনের মুখোমুখি হয়েছেন। এই চলমান নাটক দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক দুর্বলতাগুলোকে সামনে এনেছে। ১৯৮৭ সালের সংবিধান সংশোধন একটি এক মেয়াদি পাঁচ বছরের প্রেসিডেন্সি প্রবর্তন করে। নাগরিকেরা সরাসরি জনপ্রিয় ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার পেয়ে এতটাই আনন্দিত হয়েছিল যে তখন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা নিয়ে খুব বেশি প্রশ্ন তোলা হয়নি। তবে পরবর্তী সময়ে স্পষ্ট হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার সাংবিধানিক কাঠামোতে যথেষ্ট ভারসাম্য এবং নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে।

যদিও সংবিধান প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়োগ বা অপসারণের সুপারিশ করার দায়িত্ব দিয়েছে, তবে একের পর এক প্রেসিডেন্টরা এই ক্ষমতাগুলো একতরফাভাবে ব্যবহার করে আসছেন। এর পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলগুলো কার্যত প্রেসিডেন্ট অফিসের সম্প্রসারণ হিসেবেই কাজ করেছে; স্বাধীন সত্তা হিসেবে কার্যকর নজরদারি করার ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারেনি। এমনকি বিচার বিভাগও প্রেসিডেন্টের প্রভাবের শিকার হতে পারে। কার্যত কোনো প্রতিষ্ঠানই নির্বাহী ক্ষমতাকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ভাষ্যকার দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যবস্থাকে 'সাম্রাজ্যবাদী প্রেসিডেন্সি' হিসেবে অভিহিত করেছেন। যদিও দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণ সরাসরি ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে; তবে এ প্রক্রিয়াটি প্রায়ই দলীয় প্রভাব ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। ইউটিউব চ্যানেল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো এ সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এর ফলে অযোগ্য বা কর্তৃত্ববাদী নেতাদের

ক্ষমতায় আসা সহজ হয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে চারজন প্রেসিডেন্ট কারাগারে গেছেন, একজন আত্মহত্যা করেছেন এবং তিনজন অভিশংসনের মুখোমুখি হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ইউনও আছেন। প্রেসিডেন্টকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, এমন শক্তি হলো বিরোধী দল। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থা (যেখানে বিজয়ীরা সব সুবিধা নিয়ে নেয় আর পরাজিতরা কিছুই পায় না) চরম বিরোধিতা এবং ক্ষমতার লড়াইকে উসকে দেয়। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনীতিতে দুটি প্রধান দল—পিপিপি এবং ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রধান আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। এর একটি কারণ হলো, দেশটির একক-সদস্য নির্বাচনী এলাকাভিত্তিক ভোটিং সিস্টেম, যেখানে প্রতিটি এলাকায় একজনই নির্বাচিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০২০ সালের আইনসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দল মিলে পার্লামেন্টের ৯০ শতাংশ আসন দখল করে, যদিও তারা মোট ভোটের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ (প্রায় ৬৬ শতাংশ) পেয়েছিল।

এর মানে হলো, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভোটার কোনো প্রতিনিধিত্বই পায়নি; কারণ, তাদের ভোট অন্য ছোট দল বা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পক্ষে ছিল, যারা আসন জিততে পারেনি। দুই দলীয় ব্যবস্থার আরেকটি সমস্যা হলো, বিরোধী দলগুলো প্রায়ই সরকারের এমন উদ্যোগগুলোও প্রত্যাখ্যান করে যেগুলো যৌক্তিক বা ভালো। কারণ, তারা মনে করে, এগুলো সফল হলে ক্ষমতাসীন দলের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাবে যা তাদের ভবিষ্যৎ নির্বাচনে বিরোধীদের ক্ষতি করতে পারে। এতে সরকারের কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক অগ্রগতি আটকে যায়। দক্ষিণ কোরিয়ার দুই দলীয় ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বিরোধই মূলত প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওলের সামরিক আইন জারির যুক্তির ভিত্তি ছিল। ১২ ডিসেম্বর এক ভাষণে ইউন বিরোধী দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন, 'তারা অসংখ্য সরকারি কর্মকর্তার অভিশংসনের চেষ্টা করছে, যাঁরা কোনো অপরাধ না করেও তাঁদের দায়িত্ব থেকে দীর্ঘ সময় বরখাস্ত হয়ে আছেন।'

ইউন তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন, তাঁর নির্বাচনের পর থেকে তাঁর পদত্যাগ বা অভিশংসনের দাবিতে বিরোধী দল '১৭৮টি প্রতিবাদ সমাবেশ' করেছে। যদিও এটি ইউনের সামরিক আইন জারির সিদ্ধান্তকে ন্যায়সংগত বলে প্রমাণ করে না, তবে এটি প্রমাণ করে যে ১৯৮৭ সালের সংবিধান এখন আর কার্যকর নয়। আসলে এই চরম মেরুকরণ শুধু অভ্যন্তরীণ শাসনকেই ব্যাহত করে না, বরং এটি ক্ষমতা পরিবর্তনের সময় প্রতিবারই পররাষ্ট্রনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনে দেয়, যা রাষ্ট্রের উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যদি ইউনের অভিশংসন বহাল থাকে, তাহলে তাঁর প্রধান কূটনৈতিক পদক্ষেপ (দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করা এবং জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শক্তিশালী জোট গঠন) দুর্বল হয়ে যেতে পারে বা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা তৈরি হতে পারে, বিশেষত যখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফিরে আসা এই অঞ্চলের অনিশ্চয়তাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। চীন, রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়া এই অস্থিতিশীলতা বা বিরোধের সুযোগ নিতে পারে।

রাজনৈতিক সংকটের এ চক্র ভাঙতে, ভালো শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে এবং নীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে দক্ষিণ কোরিয়াকে এমন একটি নতুন রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি করতে হবে, যেখানে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য থাকবে এবং ক্ষমতার সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হবে।

উদাহরণস্বরূপ, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের কাজ পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। আর দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন প্রধানমন্ত্রীর হাতে দেওয়া যেতে পারে।

যদি সময়ের সঙ্গে একটি স্থিতিশীল দলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তাহলে দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণ আরও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এবং সংসদীয় পদ্ধতির দিকে যেতে পারবে।

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট অনুবাদ ইউন ইয়ং-কোয়ান দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্তমানে আসান ইনস্টিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজের চেয়ারম্যান।

প্রথম নজর

বহরমপুরের যুব তৃণমূলের সভাপতিকে লক্ষ্য করে চলল গুলি

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: গভীর রাতে বহরমপুর শহরে চলল গলি। বহরমপুর শহর যুব তৃণমূল সভাপতির গাড়ি লক্ষ্য করে ২ রাউন্ড গুলি ছোড়ার অভিযোগ উঠল। শনিবার রাত্রের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। যদিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে দুষ্কৃতীরা। কে বা কারা কী উদ্দেশে এই ঘটনা ঘটাল তা স্পষ্ট নয়। তবে তৃণমূল নেতার সন্দেহে ঘটনার নেপথ্যে বিরোধীরা রয়েছে। জানা যায় যুব তৃণমূলের নেতা পাপাই ঘোষ রাত্রে চার চাকা করে রিংরোড হয়ে বাড়ি ফেরার পথে বালোপাড়া বাম্পার ক্রস করার পর হঠাৎ তার গাড়ির পিছনে দুষ্কৃতীরা গুলি করে ,সেই সময় পাপাই ঘোষ তার আরেক বন্ধু নিয়ে গাড়িতে করে যাচ্ছিল। দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলি গাড়িতে আঘাত করলে পাপাই তার গাড়ির চালককে জোরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতে বলে, সেই সময় আবার সামনে থেকে গাড়িতে গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি করে বলে অভিযোগ। যদিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে দুষ্কৃতীরা।

কে বা কারা ওই ধরনের ঘটনা ঘটাল, তার তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। ঘটনা প্রসঙ্গে পাপাই ঘোষ জানান, তিনি রাজনীতি করেন। বিরোধীরা কেউ ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতেই পারেন। এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। সেই ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশ তদন্ত করলেই দুষ্কৃতীরা ধরা পড়বে। ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বহরমপুর পুরসভার ৪ নং ওয়ার্ডে।

অন্যদিকে এ ঘটনায় বহরমপুর পৌরসভার পৌর পিতা নাড়ুগোপাল মুখার্জি আঙুল তোলেন কংগ্রেসের দিকে। অপরদিকে এ ঘটনা নিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব তৃনমূলের গোষ্ঠী কোন্দল বলেই ব্যাখ্যা দেন।

তেঁতুলিয়া জাফারিয়া মাদ্রাসায় বর্ণাঢ্য সভা

নুরুল ইসলাম খান ● বারাসত

আপনজন: শনিবার বারাসাতের তেঁতুলিয়া পীর আবু জাফরিয়া সিদ্দিকীয়া খারেজিয়া মাদ্রাসায় বর্ণাঢ্য সমাবেশে ঈসালে সওয়াব অনুষ্ঠিত হয়। ফুরফুরা শরীফের দাদা হুজুরের মেজ পুত্র এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন ১৯৯০ সালে। মাদ্রাসা সৃষ্টির অন্যতম রুপকার মাওলানা সুফি তাজাম্মুল হোসেন হলেন বর্তমান সম্পাদক। মাত্র ৩৫ বছরে এই শিক্ষা প্রতিস্ঠান মহীরুহে পরিনত হয়েছে।১৩৪ জন ছাত্রকে পাগড়ি প্রদান করা হয়েছে।যেটি রাজ্যে একটি বিরল নজির।

মাওলানা, আরবী সাহিত্য, মুফতি, কারী, ও হাফেজ বিভাগে উত্তীর্ণদের সম্মান দিয়ে পাগড়ী পরিয়ে দেন ফুরফুরা শরীফের পীর ইমরান উদ্দিন সিদ্দিকী, পীরজাদা মেহরাব উদ্দিন সিদ্দিকী ও পীরজাদা মিনহাজ উদ্দিন সিদ্দিকীগণ।

কুরআন ও হাদীস এর আলোকে ওয়াজ ও নসিহত করেন ফুরফুরা শরীফের প্রবীণ পীর আল্লামা ওমর সিদ্দিকী সাহেব, পীরজাদা সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী, পীর জামাতা আজমাতুল্লাহ সিদ্দিকী সহ অন্যান্য আলেম ওলামারা।

দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষাও এই মাদ্রাসার ছাত্রদের দেওয়া হয় । ফুরফুরার পীর মুজাদ্দেদেজামানের মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসা।

দস্তারবন্দি জলসা মাদ্রাসা মদীনাতুল উলুমে

মিসবাহ উদ্দিন ● জয়নগর

আপনজন:জয়নগর আলিপুর কাকাপাড়ায় মাদ্রাসা মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসার বার্ষিক দস্তারবন্দি জলসা ও দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। এদিন হাফেজ ছাত্রদের পাগড়ি পরানোর মধ্য দিয়ে সম্মানিত করা হয়। মুফতি লিয়াকত আলি সভায় উপস্থিত থেকে বলেন, 'নিজেদের আলোক দীপ্ত হতে গেলে কুরআনি চর্চা দরকার।'

সভায় জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দের জেলা সম্পাদক মুফতি আমিনুদ্দিন কাসেমী বলেন, 'বিশ্বজুড়ে কুরআন-প্রেমীরা বিপ্লব এনেছিল। যতদিন বিশ্বের মুসলমানরা আল্লাহর প্রেরিত এই কালামকে মাথার তাজ হিসেবে রেখেছিল, রাজ তখতে আসন হয়েছিল। কুরআনকে সরিয়ে রাখার ফলে দুর্দশার শিকার।' সেইসঙ্গে তিনি বলেন, 'কুরআনের হাফেজরা ফেলনা নয়, মাওলানা তাকি উসমানী এক দৃষ্টান্ত আলেম।

এদিন সভায় অন্যন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা ইস্রাফিল সাহেব, মাওলানা নিয়ামাতুল্লা উল্লাহ, সম্পাদক মুফতি আলহাজ্ব ইসা আহমদ সাহেব ।

মালদার কালিন্দ্রী নদীর ভাঙনে আবারও চাষের জমি নদীগর্ভে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

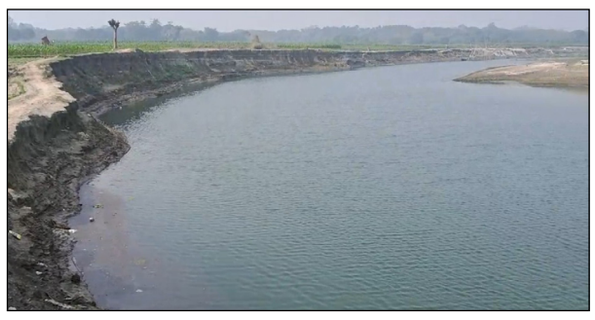

আপনজন: আবারো চাষের জমি নদীগর্ভে মালদার মানিকচক ব্লকের নুরপুর ব্যারেজের কালিন্দ্রী নদীর ভাঙনে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি তলিয়ে যাচ্ছে নদীগর্ভে। মাথায় হাত পড়ছে এলাকার চাষীদের। ভাঙনে আগামী দিনে বিপন্ন হতে পারে রাজ্য সড়ক। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন হেলদোল নেই ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের বলে অভিযোগ । যা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।মালদার মানিকচক ব্লকের নুরপুর অঞ্চলের অধীনে কালিন্দ্রী নদীর উপর রয়েছে নুরপুর ব্যারেজ। যা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত। নুরপুর ব্যারেজের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। বন্যা নিয়ন্ত্রণে এবং এলাকার চাষীদের চাষবাসের সুবিধার্থে দীর্ঘ বহু বছর আগে তৈরি হয়েছে নুরপুর ব্যারেজ। কিন্তু বর্তমানে এই ব্যারেজ এলাকার চাষীদের কাছে সমস্যার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ দীর্ঘদিন ব্যারেজের কোন সংস্কার হয়নি। ফলে জল আটকানোর জন্য পাঁচটি লক গেট থাকলেও, দু-তিনটি লক গেট দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে রয়েছে। ফলে লক গেটের আশপাশে পলি ও বালি জমেছে। যার জেরে কালিন্দী নদী তার আগের স্বাভাবিক গতিপথ হারিয়েছে। নতুন পথে এঁকেবেঁকে বইছে। যার জেরে নদী ভাঙনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। দিনের পর দিন চাষের জমি বিলীন হচ্ছে নদীগর্ভে। ফলে ক্ষতির মুখে পড়ছেন এলাকার চাষীরা। তাই তারা ভাঙন প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারের কাছে দ্রুত কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন। এদিকে নুরপুর ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় কালিন্দ্রী নদীর এই ভাঙন নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা এবং চাপান-উতোর। ঘটনায় মানিকচকের সিপিআইএম নেতা দেবজ্যোতি সিনহা এবং মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র দুজনেই অভিযোগ করে বলেন, নুরপুর ব্যারেজ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রয়েছে। তাই নুরপুর ব্যারেজের কারণে নদী ভাঙন সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। তবে মানিকচকের বিরোধী নেতা গৌড়চন্দ্র মন্ডলের বক্তব্য, নুরপুর ব্যারেজ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত। তাই কেন্দ্রীয় সরকার ব্যারেজ রক্ষণাবেক্ষণ করছে। ব্যারেজের পর 'আশপাশে ভাঙন হলে তা দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তাই সমস্যা সমাধানে রাজ্যই এগিয়ে আসতে হবে।

লালবাগে কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত গাছ কাটার অভিযোগ

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে গাছ কাটার অভিযোগ। মুর্শিদাবাদ থানার নুতনগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ পুরনো কারবালার পাশে বনদপ্তরের অনুমতি নিয়ে সাতটি আমগাছ কাটার কথা ছিল। কিন্তু পরে আরও অতিরিক্ত ১২ টি আমগাছ কাটার অভিযোগে একটি জেসিবি আটক করল বনদপ্তর। বন দপ্তরের বহরমপুর উত্তর রেঞ্জ আধিকারিক সপ্তমী সরকার বলেন, 'অনুমতির চাইতে অতিরিক্ত গাছ কাটা হয়েছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। প্রমাণ লোপাটের জন্য জেসিবি দিয়ে অতিরিক্ত কাঁটা গাছের গোড়া তুলে ফেলে তার উপরে মাটি বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতিরিক্ত কাঁটা গাছগুলির গুঁড়িসহ সমস্ত ডালপালা রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাগান থেকে একটি জেসিবি আটক করা হয়েছে।' উল্লেখ্য, গত ২০২১ সালে কংগ্রেসের প্রতীকে মুর্শিদাবাদ বিধানসভা থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন নিয়াজুদ্দিন শেখ। বর্তমানে তিনি লালবাগ মহকুমা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। তার স্ত্রী মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা। এ বিষয়ে অভিযোগ স্বীকার করে কংগ্রেস নেতা নিয়াজুদ্দিন শেখ বলেন, 'বনদপ্তর থেকে সাতটি আমগাছ কাঁটার অনুমতি নিয়েছিলাম। আমি বিশেষ কাজে বাইরে ছিলাম, শ্রমিকরা ভুলবশত অতিরিক্ত গাছ কেটে ফেলেছে।' যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা ইন্দ্রজিৎ ধরের অভিযোগ, 'কিছুদিন আগে যারা গাছ কাটার অভিযোগ তুলে তৃণমূলকে দোষারোপ করছিল, যেখানে তৃণমূল কোন ভাবে জড়িত নয়। তারাই এখন গাছ কেটে প্রকৃতি ধ্বংস করতে ব্যস্ত। আশাকরি প্রশাসন দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।'

জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র জয়ন্ত দাস বলেন, 'বিষয়টি জানিনা, খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

বারুইপুরে ইসলামি ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে চলেছে ইলমা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

নাজমুস সাহাদাত ● বারুইপুর

আপনজন: কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির বারুইপুরের উত্তর খোদারবাজারে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে চলেছে ইলমা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এটি MFERD- মিল্লাত ফাউন্ডেশন ফর এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর প্রশিক্ষণ দ্বারা পরিচালিত দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ইলমা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। বর্তমানে এই স্কুলে ৩০২ জন ছাত্রছাত্রী ও ২৩ জন স্থায়ী এবং ৪ জন অস্থায়ী শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে পঠনপাঠন চলছে। উক্ত সংস্থা প্রায় ৩০ বছর ধরে কওমের খিদমত করে চলেছেন। এবং তার দ্বারা পরিচালিত ইসলামিক ও মর্ডাণ এডুকেশনের প্রসারের উদ্দেশ্যে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এ পর্যন্ত ১৫ টি স্কুল ওই সংস্থার স্বীকৃতিতে চলছে।

এটি একটি আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি পবিত্র কোরআন, হাদীস ও ইসলামিক শরিয়তি বিষয়ক অভিজ্ঞ আলিমের দ্বারা তারবিয়াত দেওয়া হয়। এছাড়াও অন্যান্য স্কুলের থেকে পৃথকভাবে ইলমা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের সৎ চরিত্র ও আদর্শবান তৈরী করার কাজে ব্রতী। বিগত পাঁচ বছরে, ইলমা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বিশ্বাস, শ্রেষ্ঠত্ব এবং উদ্ভাবনের সাফল্যের গল্প রচনা করেছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছে। আজও ইলমা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তার প্রতিষ্ঠার নিবেদিত পরিষেবার সাক্ষ্য হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি নাম হিসেবে গণ্য করার জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে। ইলমা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল জ্ঞান ও তথ্যের জন্য ক্রমাগত অনুসন্ধানের মূলমন্ত্র হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে এবং মানব জাতিকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করার জন্য এগিয়ে চলেছে। জ্ঞানের অন্বেষণ এর প্রয়োগ এবং প্রসারে সহায়তা করার জন্য দক্ষতার উপর প্রচুর জোর দিয়ে ইলমা আকাডেমিক দর্শন অধ্যবসায়ের সাথে বিকশিত প্রাণ। ছড়িয়ে পড়া জ্ঞান অনুসন্ধান, গবেষণা এবং গুণমানের চেতনাকে মুক্ত করে। তাদের অনুসন্ধান অবিরাম, সেবা অবিরাম, অধ্যবসায় অক্লান্ত। সঠিক জ্ঞান-প্রদান, প্রজ্ঞাবৃদ্ধি এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তি তৈরি করাই ইলমার সাধনা।

ইলমা নিজেকে শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গর্বিত করে যা জীবনের সর্বশেষ জ্ঞান প্রদান করে এবং মানবিক মূল্যবোধকেও উদ্বুদ্ধ করে।

ইলমা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হল সবচেয়ে উপযুক্ত সময়ে ইলম চ্যারিটেবল অ্যান্ড এডুকেশনাল ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত একটি নতুন উদ্যোগ। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের অধীনে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠায় ইলমা চ্যারিটেবল অ্যান্ড এডুকেশনাল ট্রাস্টের চ্যানেলাইজড প্রচেষ্টা হল প্রতিটি শিশুকে একজন দায়িত্বশীল মানুষ এবং সেরা উম্মাতে রূপান্তরিত করা। প্রতিটি শিশুর মনে একটা সুন্দর স্ফুলিঙ্গ আছে। ইলমা বিশ্বাস করে যে এই স্ফুলিঙ্গটিকে একটি উজ্জ্বলতায় রূপান্তরিত করতে হবে যা শুধু শিশুর জন্য নয়, সমাজের জন্যও উপকারী।

শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিটা শিক্ষার্থী সকল দিক বিকাশ করবে যা তার প্রয়োজনের সাথে প্রাসঙ্গিক যা তাকে জীবনের জন্য প্রস্তুত করবে এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবে। শিশুরা আজ বাস্তব বিজ্ঞানে বিজ্ঞানীরা যা করছে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

ভালো গবেষণামূলক গল্প, আকর্ষণীয় কার্যকলাপ শিক্ষার্থীদের কল্পনাকে ক্যাপচার করে এবং তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোণে সৃজনশীল ভাবে অনুমতি দেয়। এখানে ইংরেজি, বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিষয়গুলির সাথে প্রকাশনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ লেখক, পাঠ্যক্রম উপদেষ্টা এবং বিশ্ব বিশেষজ্ঞদের একটি আন্তর্জাতিক দল দ্বারা একটি বিপ্লবী নতুন শ্রেণিকক্ষ ম্যাগাজিনের নিবন্ধ গুলিকে এনগেজ লার্নিং একত্রিত করে। ইলমা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের লক্ষ্য হল, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো জন্ম থেকে ছয় বছর বয়স পর্যন্ত যেখানে বেশিরভাগ শিক্ষা ঘটে। জ্ঞানের রূপের কোন সীমা নেই।

প্রতিটি শিক্ষার্থীদের সেমিনার, ভিজ্যুয়াল লার্নিং এবং প্রকল্পের কাজের জন্য কঠোরভাবে এক্সপোজার দেয়। ইলমা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন সম্ভাবনাকে সংগ্রহ ও কাজে লাগাতে সাহায্য করে। লক্ষ্য হল তাদের কর্মক্ষমতা প্রচার করা ও তীব্রতর করা এবং শিক্ষার্থীদের সকল ক্ষেত্রে অগ্রগামী হতে উৎসাহিত করা। শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি, প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা শেখা। দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা তাদের দ্বিতীয় ভাষা। পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হিন্দি তৃতীয় ভাষা। এছাড়াও কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরী, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, ফিল্ড ট্রিপ, শিল্প ও কারুশিল্প, খেলাধুলা, কুরআন তেলাওয়াত ছাড়াও বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।

এই ইলমা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের এক অদ্ভুত বিশেষত্ব হচ্ছে স্কুলের পরিচালক আটজন সদস্য অর্থাৎ ট্রাস্টের সম্পাদক হাসিবুর রহমান সরদার, সভাপতি সাফিক মন্ডল, কোষাধ্যক্ষ মোমিন আলি গাজী, সদস্য শেখ জাহির আব্বাস, আবুল ফারাহ, আশিক ইকবাল, ইয়াসিন শেখ, আরিফুল হাসান প্রমুখ। এবং ইলমা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন রাকিবুল হক। পরিচালকগণের উদ্দেশ্য এই ইলমা স্কুলের ও ছাত্রছাত্রীদের খেদমতে সমস্ত উপার্জন স্কুলের কাজেই ব্যবহার করেন। স্কুল থেকে সংগ্রহ উপার্জন তাদের মধ্যে থেকে কেউই নিজ পকেটে ভরেন না স্কুলের উন্নতিতে ব্যবহার করেন। তবে পরিচালক সদস্যরা প্রত্যেকেই নিজ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তারা জড়িত। তাই তারা আর্থিকভাবে কোন অসুবিধায় পড়েন না। স্কুলের উপার্জন স্কুলের খিদমতেই দান করে দেন।

সিপিএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক হলেন গৌতম ঘোষ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: দেশসহ সমস্ত দেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার, নিরাপত্তা রক্ষা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দাবিতে এবং সর্বনাশা কৃষক বিরোধী কর্পোরেশন মুখি নীতি ও শ্রমজীবী মানুষের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে ডাক দিয়ে একটা মহা মিছিল সংগঠিত হয় শনিবার সিপিআইএম বীরভূম জেলা ২৪ তম সম্মেলন সফল করার লক্ষ্যে। মিছিলটি সিউড়ি বেনীমাধব মোড় থেকে শুরু হয়ে ইনডোর স্টেডিয়ামে শেষ হয়। সিপিএমের বীরভূম জেলা ২৪ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর সিউড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। ব্রজ মুখার্জি ও দিলীপ গাঙ্গুলী নগর এবং মতিউর রহমান,অরুণ মিত্র ও শেখ ইসলাম এর নামে মঞ্চের নামকরণ করা হয়। দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন সিপিআইএমের বর্ষীয়ান নেতৃত্ব গোকুল ঘোষ।দুইদিনের সম্মেলনের সূচনা করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবব্রত ঘোষ। ২৪ তম জেলা সম্মেলন উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক শুভেন্দু ঘোষ, সিপিআইএম পলিটব্যুরোর সদস্য রামচন্দ্র ডোম। রাজনৈতিক সাংগঠনিক খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন বিদায়ী জেলা কমিটির সম্পাদক গৌতম ঘোষ। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ রবিবার চল্লিশজনের জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয় এবং দুইজনকে বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে বলে জানা যায়।

যুগদিয়া হান্নানিয়া মাদ্রাসায় বার্ষিক জলসা

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ডায়মন্ড হারবার মহকুমার মগরাহাট থানা এলাকার যুগদিয়া হান্নানিয়া মাদ্রাসায় রবিবার বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামরা এই জলসায় ইসলাম ও দ্বীনের পথে চলার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপক মনজুর আলম, মাওলানা খালেদ নদভি, মাওলানা আবদুস সালাম রাহেমী, মাওলানা ড. আজম হোসেন. ড. শামসুদ্দিন নদভি প্রমুখ। এদিন ২০জন দাওরা হাদিসও হিফজ ফারেগ ছাত্রকে পাগড়ি প্রদান করা হয়। এদিনের জলসাকে কেন্দ্র করে মাদ্রাসা সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন দোকানপাট বসে ও জনসমাগম হয়। তবে, এই ধরনের মেলা বন্ধ করার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু বাঁকুড়া জেলা বইমেলা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হলো ৪০ তম বাঁকুড়া জেলা বইমেলা। রবিবার ক্রীশ্চান কলেজ মাঠে ফিতে কেটে বইমেলার উদ্বোধন করেন সাংসদ অরুপ চক্রবর্ত্তী। উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া পৌরসভার পৌর প্রধান অলকা সেন মজুমদার, বিধায়ক অলোক মুখার্জী, অতিরিক্ত জেলাশাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রমুখ। অতিরিক্ত জেলাশাসক নকুল মাহাতো বলেন, কলকাতা ও জেলা মিলিয়ে এবার মোট ৯২ টি প্রকাশনী সংস্থার পাশাপাশি ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকার স্টল থাকছে, সঙ্গে থাকছে সাঁওতালী ভাষার বইয়ের সম্ভারও। এছাড়াও অন্যান্য বারের মতো এবারও বই মেলা থেকে বাঁকুড়ার গ্রামীণ, শহর ও জেলা গ্রন্থাগার গুলি নির্দিষ্ট মূল্যের বই সংগ্রহ করতে পারবেন।

আমতায় মনমোহনের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমতা

আপনজন: আমতা বিধানসভা কেন্দ্র যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার বাকসিহাট অঞ্চলের কাজীবেড়িয়াতে ভারত রত্ন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর তথা প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এর স্মৃতির প্রতি এক শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আমতা বিধানসভা কেন্দ্র যুব কংগ্রেসের সভাপতি কাজী আবু আসলাম (সাদা), কংগ্রেসের অন্যতম নেতা সেখ সফিকুল, যুব-কংগ্রেসের নেতা সেখ আনিসুর, কাজী সারমান, আরেফুল হাজরা, আব্দুল রহমান, সেখ আসফাক আহমেদ, সেবাদলের পক্ষে অচিন্ত্য কর্মকার, কমলকান্তি মল্লিক, নাগরিক সমাজের পক্ষে সুকান্ত দাস, সৌরভ মজুমদার সহ প্রায় ৫০জন জাতীয় কংগ্রেসের নেতা-কর্মীবৃন্দ। উল্লেখ্য ড. মনমোহন সিং জীর সন্মন্ধে বক্তব্য দেওয়া হয় এবং ১মিনিট নিরাবতা পালন করা হয়।

পোস্টার প্রতিযোগিতায় তৃতীয় অন্বয়ী

জে এ সেখ ● বর্ধমান

আপনজন: রাজ্য ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর আয়োজিত পোস্টার প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান পেল বর্ধমানের অভিষেক দাস। সে মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। প্রথম হয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার অন্বয়ী ভৌমিক। জানা গেছে, প্রতি বছরই সারা রাজ্যে ছাত্র ছাত্রীদের ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ে আগ্রহী করতে ক্রেতা সুরক্ষা মেলার আয়োজন করা হয়। অভিষেক জেলা স্তরে এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে রাজ্য স্তরে অংশ নেয়। অবশেষে সেখানে সে তৃতীয় স্থান দখল করে । এবছর রাজ্য স্তরে ক্রেতা সুরক্ষা মেল অনুষ্ঠিত হয় নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে। সেখানে পোস্টার, প্রবন্ধ ও স্লোগান লেখার প্রতিযোগিতা হয়।

প্রথম নজর

অবশেষে খাঁচা বন্দি হল বাঘিনী জিনাত

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঘ বন্দির খেলা শেষ! অবশেষে খাঁচা বন্দি বাঘিনী জিনাত। রবিবার সাড়ে চারটা নাগাদ ঘুমপাড়ানি গুলি করে তাকে বাগে আনেন প্রশিক্ষীত বন কর্মীরা। উল্লেখ্য, রবিবার বাঁকুড়ার রানীবাঁধের গোঁসাইডিহির জঙ্গলে ঢোকার পর থেকেই কার্যত বন্দী হয়ে পড়েছিল বাঘিনী। পুরো জঙ্গল নেট দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। ওই দিন ও রাতে একাধিকবার ঘুমপাড়ানি গুলি ছোঁড়া হলেও কাজ হয়নি। অবশেষে রবিবাসরীয় বিকেলে বাগে আনা গেল বাঘিনীকে।

জামায়াতের রক্তদান শিবির

বাইজিদ মন্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: প্রতি বছরের মতো এবারও মগরাহাট পশ্চিম ব্লক উত্তর ঘোলা শাখার ব্যবস্থাপনায় জি বি মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির,বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং বিনা মূল্যে ঔষুধ ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের খাদ্য ,বস্ত্র বিতরণ, গুনীজনদের সংবর্ধনা এবং সন্ধ্যাকালীন সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ ফরিদুল হক সরদার ব্লক জামাত ইসলামী হিন্দ, মনোয়ার হোসেন মোল্লা প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, সমাজসেবী ইসমাইল সরদার, প্যারামাউন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রিন্সিপাল সাজিয়া আদনান, চক্ষু বিশিষজ্ঞ ডা: জাহিদ আদনান, ডা.তারিক জামান, আব্দুল আলীম গাজী, জি বি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক সরদার প্রমুখ।

আবাস নিয়ে মিছিল

আলফাজুর রহমান ● তেহট্ট

আপনজন: আবাস যোজনা থেকে দুঃস্থ অসহায় মানুষদের বঞ্চিত করার প্রতিবাদে তেহট্ট হাউলিয়া পার্ক মোড়ে কৃষ্ণনগর করিমপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করল সারা ভারত ক্ষেত মুজর ইউনিয়ের কর্মকর্তারা। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে চলে রাস্তা অবরোধ। তাদের দাবি অবিলম্বে ঘর পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গলসিতে দোকানের শাটার ভেঙে ৫০ লক্ষ টাকার মোবাইল চুরি

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসিতে মোবাইল দোকানে ৪৫-৫০ লক্ষ টাকার মোবাইল ফোন চুরি। বাজারে বড়সড় এমন চুরির ঘটনা এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। গেল রাত আনুমানিক ১টা ৪৫ মিনিটে এই ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান স্থানীয়দের। দোকানের মালিক সেখ সাদ্দাম জানান, চোরেরা শাটার ভেঙে দোকানে থাকা ১৬০-১৭০টি মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে গেছে, যার মূল্য ৪৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা।
স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, দোকানে ঢুকে চোরেরা পাঁচটি বস্তায় মোবাইল ভরে দোকানের বাইরে বের করে। ঘটনার সময় দোকানে তিন-চারজন ঢুকে লুটপাট চালায়। চুরির তথ্য মুছে ফেলার জন্য চোরেরা দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরার দিক ঘুরিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ। তাছাড়াও, চুরির ঘটনায় বাইরে কোনো গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে বলে অনুমান করছেন তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন গলসি থানার ওসি অরুণ কুমার সোম এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জি। তারা দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছেন।
গলসি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বজরুল রহমান মণ্ডল জানান, এই ঘটনা ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তার দাবি, ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে হাইমাস্ট লাইটের আলো থাকা সত্ত্বেও রাস্তার সামনের দোকানে চুরি হওয়া বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। বাজারের দোকানের নিরাপত্তা নিয়ে তারা বেশ চিন্তিত বলে জানান বজরুল বাবু।

রামপুরহাট স্টেশন চত্বরে ভবঘুরেদের শীত বস্ত্র বিলি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: কারো বসতবাড়ি নেই,কারো আর্থিক অনটন ইত্যাদি কারণে তারা আজ অসহায়। যার ফলে বসতবাড়ি বলতে স্টেশন চত্বর বেছে নেওয়া নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে। সেই সাথে কেউ হয়তো স্টেশন এলাকায় মজুরের কাজ করে কেউবা ভিক্ষাবৃত্তি করে দিন গুজরান। ঝড়বৃষ্টি, শীত সমস্ত কিছু সহ্য করে এটাই যাদের আস্তানা তাদের উদ্দেশ্যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সেভ দেম ফাউন্ডেশন নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। জানা যায় সংস্থার পক্ষ থেকে নলহাটি ও রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশন চত্বর এবং তার আশে পাশের সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ১০০ জনের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। তাদের বক্তব্য
এই প্রচন্ড শীতের সময় আমরা সকলেই নিজের বাড়িতে থেকেও ঠান্ডা লাগার ভয়ে কেউ কেউ রুম হিটার ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু যারা রাস্তার ধারে, স্টেশন চত্বরে, গাছের তলায় অসহায় ভাবে রাত্রিযাপন করে তাদের কথা মাথায় রেখেই এরূপ উদ্যোগ।
ফাউন্ডেশন এর জেনারেল সেক্রেটারি শরীফ হোসেন এবং সভাপতি হাসিবুল ইসলাম জানান আমরা এই ছোট্ট উপহার দিয়ে অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে ও পাশে থাকতে পেরে খুব আনন্দিত। আরও জানান আমাদের এই মহৎ কাজে যাহারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।
ফাউন্ডেশন এর অন্যতম সদস্য মিসবাহুল, শহিদুল,জমিউর,সাব্বির সহ অন্যান্য সদস্যরা বলেন আমরা আশা রাখছি আগামী দিনেও এভাবেই বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের মাধ্যমে মানুষের পাশে, মানুষের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো ।

মুখ্যমন্ত্রীর আসা উপলক্ষে হেলিকপ্টারের মহড়া, জলপথেও নজরদারি সন্দেশখালিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সন্দেশখালি

আপনজন: আজ সোমবার সন্দেশখালিতে প্রশাসনিক সভা করতে আসছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার দুপুরে তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারের মহড়া হয়।
সন্দেশখালির হ্যালিপ্যাড থেকে শুরু করে যে মাঠে তার সভা হবে সেই কর্ণখালীর মিশন মাঠে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে প্রশাসনিক কর্তারা। গোটা সন্দেশখালি জুড়ে প্রায় আড়াইহাজার পুলিশ কর্মী মোতায়ন করা হয়েছে। জলপথ থেকে সন্দেশখালি প্রত্যন্ত গ্রামের ভেতর সর্বত্র রবিবার রাতভর চলবে নজরদারি। লাগানো হয়েছে জোরালো আলো। নিরাপত্তার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে গোয়েন্দা কুকুর , বম্ব স্কোয়াড ইত্যাদি।কথা দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেশখালির মানুষের দাবি মেনে সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারি পরিষেবা প্রদান সুন্দরবনে।
বসিরহাট লোকসভায় সন্দেশখালি দুই নম্বর ব্লকের সন্দেশখালির কর্ণখালীর মিশন মাঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক বৈঠক করবেন।
সন্দেশখালি মানুষের দামি মেনে সন্দেশখালি যাচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।
চলতি বছর অর্থাৎ ২০২৪ এ সালে ২১শে মে বসিরহাট মেরুদন্ডী সুইসগেটের মাঠে লোকসভা ভোটের নির্বাচনী প্রচারে এসেছিলেন তিনি।সেদিন কথা দিয়েছিলেন এই লোকসভা ভোটে যদি বসিরহাট লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী শেখ হাজি নুরুল ইসলামকে যেতান আমি প্রথম সফর করব সন্দেশখালিতে। এই কথা শুনে সন্দেশখালির প্রতিবাদীরা তৃণমূলের সভায় এসে শঙ্খ ধ্বনি, উলু ধ্বনির মধ্য দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানিয়েছিলেন।
সেদিনকে সন্দেশখালির মহিলারা বসিরহাটের জনসভায় এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করেছিলেন দিদি আপনি একবার সন্দেশখালি আসুন। সেদিনকে তিনি বলেছিলেন যে সন্দেশখালি মানুষ হাজী নুরুল ইসলামকে যেতান।
বসিরহাট লোকসভা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫৪৭ ভোটে সন্দেশখালীর প্রতিবাদী রেখা পাত্রকে পরাজিত করে এই সিট জিতেছিলে। যেটার দিকে নজর ছিল রাজ্য কেন সারা ভারতবর্ষের ।সেখানে প্রতিবাদী রেখা পাত্রকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সন্দেশখালি প্রতিবাদী রেখাকে শক্তি স্বরূপ বলে সম্মানিত করেছিলেন ।আর সেখানেই খোদ বিজেপি প্রার্থী হেরে গিয়েছিল।
বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রটি তৃণমূল পুনরায় জিতে বুঝিয়ে দিয়েছিল এখানকার শক্ত ঘাঁটি তৃণমূলের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কথা দিয়েছিলেন যে আমি সন্দেশখালি মানুষের দাবি মেনে সন্দেশখালিতে যাব আর সেই কথা রাখতে ২০২৪ এর ৩০ ডিসেম্বর সন্দেশখালির কর্ণখালির মিশন মাঠে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। তার অপেক্ষায় রয়েছে সন্দেশখালিবাসীরা।
২০২৬ এ বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় নেতাকর্মী সমর্থকদের কি নির্দেশ দেন তারা অপেক্ষায় রয়েছে সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষেরা।
পাশাপাশি বসিরহাট লোকসভার সন্দেশখালি সুন্দরবনের সীমান্ত ইতিমধ্যে বাড়তি নজরদারিতে মুড়ে ফেলা হয়েছে। চলছে জলপথেও কড়া নজরদারি। আনা হয়েছে কয়েক হাজার সবুজ সাথী সাইকেল। যা ছাত্রছাত্রীদের সোমবার নিজের হাতে প্রদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষায় দৃষ্টান্ত স্থাপন নিশ্চিন্তপুর হাই মাদ্রাসার, ঝুলিতে একাধিক পুরস্কার

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● খন্ডঘোষ

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষে অবস্থিত নিশ্চিন্তপুর হাই মাদ্রাসা বর্তমানে রাজ্যের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অর্জন করেছে। ১৯৭১ সালে মোহাম্মদ মালেক, মাওলানা বশির উদ্দিন, মোজাম্মেল হোসেন এবং মোল্লা একরামুলের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসা ২০১৪ সালে মডেল মাদ্রাসার স্বীকৃতি পায়।
প্রতিষ্ঠানটির ঝুলিতে রয়েছে একাধিক সরকারি পুরস্কার, যেমন ২০১৩ সালের নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার, ২০১৮ সালের একাডেমিক এক্সিলেন্স পুরস্কার (জেলায় প্রথম), ২০১৯ সালের শিশু মিত্র পুরস্কার, ২০২১ সালের যামিনী রায় পুরস্কার এবং ২০২১-২২ সালে স্বচ্ছ বিদ্যালয় পুরস্কার। প্রধান শিক্ষক উজির আলী ২০২২ সালে "শিক্ষারত্ন" সম্মানে ভূষিত হন। তিনি এই কৃতিত্বের জন্য শিক্ষক, পরিচালনা সমিতি এবং অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।
মাদ্রাসাটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এর স্বনির্ভরতা।
ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের উৎপাদিত শাক-সবজি ও ফসল দিয়ে মিড-ডে মিল প্রস্তুত করে। স্কুল চত্বরে পুকুরের স্বচ্ছ জলে রাজহাঁস, পশুপাখি, এবং সবুজ পরিবেশ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে।
শিক্ষার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, এবং নৈতিক শিক্ষার উপরও জোর দেওয়া হয়। নবী দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধ জাগ্রত করে।
বর্তমানে স্কুলের আধুনিক অবকাঠামো, জিম, এবং শিক্ষার পরিবেশ ছাত্রছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। স্কুল পরিচালনা সমিতির কর্মকর্তা শেখ নাজির উদ্দিন সহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই মাদ্রাসাকে রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক উজির আলী আরো বলেন এই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক আকবর আলী, মেহেবুব আলী, আইয়ুব হোসেন ,শাজাহান সাহেব মাদ্রাসার উন্নয়নে বড় ভূমিকা রেখেছেন আমি প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাদেরকে স্মরণ করি।
নিশ্চিন্তপুর হাই মাদ্রাসা আরো অনেক পথ চলবে জেলা ছাড়িয়ে রাজ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা এই মাদ্রাসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ,সুস্থ চেতনা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মানুষ গড়ার উত্তম কারিগর হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে। নৈতিকতার মান বিকাশ করে উন্নত আধুনিক শিক্ষার চূড়ান্ত বিস্তারিত স্থাপন করেছে নিশ্চিন্তপুর হাই মাদ্রাসা।

বাঘের হানায় মৃতের পরিবারের হাতে চেক তুলে দিলেন বিধায়ক

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সুন্দরবন

আপনজন: বাঘের কামড়ে মৃত পরিবারের হাতে চেক তুলে দিলো এবার পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের বন দফতরের রামগঙ্গা রেঞ্জার অফিসের উদ্যোগে পাথর প্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানার হাত দিয়ে বাঘের কামড়ে মৃতের পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হল রবিবার।২০২৩ শে জুলাই মাসে আর্থিক অনটনের কারণে নামখানা নারায়ণপুর থেকে মৃত অম্বেশ্বর ফকির স্ত্রী ভগবতী ফকিরকে সঙ্গে নিয়ে রামগঙ্গা রেঞ্জের কলস দ্বীপের চুলকাঠি জঙ্গলে কাংড়া ধরতে যায়।স্বামী স্ত্রী যখন নৌকা নিয়ে বিশ্রাম করছিল তখন অতর্কিতে বাঘ এসে অম্বেশ্বরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায়।বহু খোঁজাখুঁজির পর মৃতদেহ উদ্ধার করে বনদপ্তরের লোকজন।
বর্তমানে স্ত্রী ভগবতী ফকির এবং তিন ছেলে আর্থিক অনটনের মধ্যে ভুগছিল।তাই সরকারি ঘোষণা মত রবিবার রামগঙ্গা রেঞ্জার শেখ কবির হোসেন, পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর কুমার জানা, পাথরপ্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতির উপস্থিতিতে তাদের হাতে আর্থিক চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন বিধায়ক এবং রেঞ্জার জঙ্গলে যাওয়া নিয়ে তাদেরকে বলেন নিষিদ্ধ কোন জঙ্গলের কাছে মাছ কাংড়া ধরতে যাওয়া বেআইনি, বৈধ পাস নিয়ে যাওয়া উচিত। কয়েকদিনের মধ্যে তাদের পরিবারের কারোর চাকরি হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানান।

তরঙ্গ-এর বর্ষপূর্তি কাবিলপুরে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: একাধিক সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে তরঙ্গ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের তৃতীয় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপন করা হল রবিবার। এদিন সাগরদীঘির কাবিলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। এবিষয়ে ট্রাস্টের সভাপতি ইফতিকার আলম বলেন, 'তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রক্তদান শিবির, চারাগাছ বিতরণ, দুঃস্থ মহিলাদের সেলাই মেশিন প্রদান, শীতবস্ত্র বিতরণ, চক্ষু পরিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় আমাদের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আগামী দিনে আরও বৃহৎ আকারে এই অনুষ্ঠান করতে পারবো বলে আশা রাখছি।' অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা কাবিলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মজিবুর রহমান বলেন, 'তরঙ্গ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট শুধুমাত্র কাবিলপুর বা সাগরদীঘির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। মালদায় বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ, রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে এই সংস্থা।

আরামবাগ স্বপ্নচারী-র উদ্যোগে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: আরামবাগ স্বপ্নচারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে সংগঠনের অন্যতম সদস্যা প্রিয়াঙ্কা ধরের একমাত্র কন্যা নিবেদিতা ধরের পাঁচ বছরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত রক্তদান শিবিরে চল্লিশ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের প্রাক্তন পুরপ্রধান গোপাল কচ , মৌমিতা কুন্ডু , জয়ন্তী বাগ , নিলুফা ইয়াসমিন , রাজা ধর , আসমিনা খাতুন সহ বিশিষ্টজনেরা । স্বপ্নচারী সংগঠনের অন্যতম কর্মকর্তা হাজী বদরুল আলম জানান , বর্তমান সময়ে আরামবাগ ব্লাড ব্যাংকে রক্তের প্রচন্ড ঘাটতি রয়েছে । সেই ঘাটতি মেটানোর ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আমাদের এই রক্তদান । আমাদের সংগঠনের সম্মানীয়া সদস্য প্রিয়াঙ্কা ধরের কন্যার আজ পাঁচ বছরের জন্মদিন। তাই আজকের দিনটিকে স্বরণীয় করে রাখতে এই মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা চাই এইরকম উদ্যোগ প্রতিটি পরিবার গ্রহণ করুক।

শিক্ষক সমিতির ক্যালেন্ডার ও ডায়েরি প্রকাশ

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে ২০২৫ সালের ক্যালেন্ডার ও ডায়েরি উদ্বোধন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ও পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ নিত্যানন্দ ব্যানার্জী, মেমারি ১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ মৃন্ময় ঘোষ, নারী ও শিশু কল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ তশমিনা খাতুন, বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মহঃ মহসিন, মেমারি ১ শহর সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মীর পারভেজ উদ্দিন, মেমারি ১ ব্লক তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি কৌশিক মল্লিক সহ সংগঠনের অন্যান্য শিক্ষক সদস্যবৃন্দ। এবারও শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে এই ক্যালেন্ডার ও ডায়েরি উদ্বোধন করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রয়াত সুব্রত সাহার স্মরণে শীতবস্ত্র বিতরণ সাগরদিঘিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সাগরদিঘি

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম নির্বাচিত বিধায়ক ছিলেন সুব্রত সাহা। পরপর তিনবার সাগরদিঘী থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান। ২০২২ সালের শেষে প্রয়াত হন মন্ত্রী সুব্রত সাহা। তার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার বিকেলে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচী করা হয় সাগরদিঘীতে। এদিন সাগরদিঘীর হুকারহাট মোড়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুব্রত সাহার পুত্র সপ্তর্ষি সাহা, স্ত্রী নমিতা সাহা, ব্লক সভাপতি নুরে মেহবুব আলম, জেলা পরিষদ সদস্যা ভারতী হাঁসদা সহ অন্যান্যরা।
সপ্তর্ষি সাহা বলেন, 'এটি কোন বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি নয়, বরং মানুষের সঙ্গে মেলবন্ধনে অনুষ্ঠান। বাবা বেঁচে থাকাকালীন সাগরদিঘী কে দ্বিতীয় পরিবার হিসেবে দেখতো। তাই তার স্মরণে সাগরদিঘীতে এই কর্মসূচি করা হল।'

সবুজ সাথীর সাইকেল মিলল স্ক্র্যাপ দোকানে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডালখোলা

আপনজন: ডালখোলা থানার অধীন এক ভাঙারির দোকানে রাজ্য সরকারের 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের সাইকেল উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াত সহজ করতে দেওয়া এই সাইকেল গুলোর দোকানে উপস্থিতি ঘিরে উঠছে নানা প্রশ্ন। ডালখোলা থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করা হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, এই সাইকেলগুলো কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের হাত থেকে দোকানে পৌঁছালো তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সরকার যেখানে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার পথ সুগম করতে এই সাইকেল সরবরাহ করছে, সেখানে এমন চক্রের কাজ প্রকল্পের কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

হাক্কানিয়া মানব সেবার বস্ত্র বিতরণ

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার জয়নগর এক নম্বর ব্লকের দক্ষিণ বারাসত অঞ্চলের পদ্মের হাট কমপ্লেক্সে হাক্কানিয়া মানব সেবার কর্ণধার হাফেজ আবুল কালাম মন্ডল ও মুক্তি আতিকুর রহমান কাসেমীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ সহযোগিতায় পদ্মহাট কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হল শীতবস্ত্র বিতরণ, অসহায় ব্যাক্তিদের সাহায্য , এবং বয়স্কদের সংবর্ধনা প্রদান কর্মসূচী অনুষ্ঠান। হাক্কানিয়া আরবি একাডেমী ও হাক্কানিয়া মানব সেবা কর্ণধার হাফেজ আবুল কালাম মন্ডল বলেন আমাদের মূল লক্ষ্য ও স্বপ্ন পিছিয়ে পড়া অবহেলিত মানবজাতির মধ্যে সুস্থ সমাজ সংস্কৃতিবোধ জাগ্রত করা এবং মুমুর্ষ ও অসহায়দের সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

রাতের অন্ধকারে অজ্ঞাত পরিচয় বৃদ্ধের উদ্ধার ঘিরে ক্যানিংয়ে চাঞ্চল্য

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: রাতের অন্ধকারে অজ্ঞাত পরিচয় এক বছর সত্তর বৃদ্ধকে ঘোরাফেরা করতে দেখে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে ওই বৃদ্ধ পুলিশ হেফাজতে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত গোপালপুর পঞ্চায়েতের গলাডহরা পন্ডিতপাড়া এলাকায়। উদ্ধার হওয়া বৃদ্ধের সম্ভাব্য নাম আতিয়ার মোল্লা। তার বাড়ি ফরিদপুর এলাকায়।
স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রের খবর এদিন রাতে পন্ডিতপাড়া এলাকায় একটি পানীয়জলের কলের কাছে ঘোরাফেরা করছিল ওই বৃদ্ধ।রাতের অন্ধকার অজ্ঞাত পরিচয় বৃদ্ধ কে একা ঘোরাফেরা করতে দেখে ভয়

পেয়ে যায় গ্রামের লোকজন। সন্দেহও হয়। তারা ওই বৃদ্ধ'র নাম পরিচয় জানতে চাইলে কোন উত্তর না দেওয়ায় সন্দেহ হয় গ্রামবাসীদের। তারা মুহূর্তে গোলাবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেয়।খবর পেয়েই এএসআই রাজু বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে হাজীর হয়। ওই বৃদ্ধ কে উদ্ধার করে।চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ওই বৃদ্ধ মানসিক ভারসাম্যহীন। সম্ভবত বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরে যেতে পারেননি।
পাশাপাশি ওই বৃদ্ধ'র ঠিকানা উদ্ধার করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে গ্রামবাসীদের দাবী বিগত এক সপ্তাহ আগে ক্যানিং থেকে কাশ্মীরি জঙ্গী গ্রেফতার হওয়ায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ফলে ওই বৃদ্ধ কে রাতের অন্ধকারে একা ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ কে খবর দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ ওই বৃদ্ধকে নিয়ে যায়।

২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কলকাতা বইমেলায় গৌরবময় উপস্থিতি

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ

*এবারের বইমেলার ম্যাসকট

আবারও

দেখা হবে..

২৮ শে জানুয়ারি - ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বই মেলা প্রাঙ্গণ, করুণাময়ী, সল্টলেক

নতুন বই প্রকাশ করতে ইচ্ছুকরা যোগাযোগ করতে পারেন

বিস্তারিত জানার জন্য পরবর্তী বিজ্ঞাপন লক্ষ্য রাখুন

আপনজন পাবলিকেশন
৬ নং কিড স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন- ৯৭৪৮৮৯২৯০২, ইমেল- aponzone@gmail.com

হামজাদের হারিয়ে ভুলে যাওয়া জয়ের দেখা পেল গার্দিওলার সিটি

আপনজন ডেস্ক: জিততে জিততে এক সময় ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল ম্যানচেস্টার সিটি। সেটা অবশ্য এখন দূর অতীতের কোনো স্মৃতি বলে মনে হওয়ার কথা সিটির খেলোয়াড়দের কাছে। এই সিটি তো বলা যায় হারতে হারতে এবং কদাচিৎ ড্র করে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। জয় এই মৌসুমে সিটির জন্য এক বিরল ব্যাপার হয়ে উঠেছে বলা যায়।
লেস্টার সিটির কিং পাওয়ার স্টেডিয়ামে আজ মাঠে নামার আগে সর্বশেষ ১৩ ম্যাচে সিটির জয় ছিল মাত্র একটি, ৯ হারের সঙ্গে ছিল ৩টি ড্র। অবশেষে সিটি প্রায় ভুলে যাওয়া সেই জয়ের দেখা পেল আজ। বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে খেলার অনুমতি পাওয়া হামজা চৌধুরীর দল লেস্টার সিটিকে ওদের মাঠে ২-০ গোলে হারিয়েছে পেপ গার্দিওলার দল।
২১ মিনিটে সাভিনিওর গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ৭৪ মিনিটের ব্যবধান বাড়িয়েছেন আর্লিং হলান্ড। হামজা ম্যাচের ৭০ মিনিটে বদলি নেমে খেলেছেন বাকি সময়টা।

আইসিসি অ্যাওয়ার্ডস ২০২৪: ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির বর্ষসেরার লড়াইয়ে কারা

আপনজন ডেস্ক: শেষ হয়ে এসেছে আরেকটি বছর। চলছে বছরের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচনের প্রক্রিয়া। আইসিসিও তাদের বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচনের কাজ শুরু করেছে।
গতকাল বর্ষসেরা উদীয়মান ক্রিকেটারের চারজনের সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়েছে আইসিসি। আজ দিয়েছে বর্ষসেরা পুরুষ ওয়ানডে ক্রিকেটার আর বর্ষসেরা পুরুষ ও নারী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটারের সংক্ষিপ্ত তালিকা।
বর্ষসেরা পুরুষ ওয়ানডে
ক্রিকেটারের চার মনোনীত ক্রিকেটার শ্রীলঙ্কার কুশল মেন্ডিস, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, আফগানিস্তানের আজমতউল্লাহ ওমরজাই এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেরফান রাদারফোর্ড।
শ্রীলঙ্কার দুজন হাসারাঙ্গা ও মেন্ডিসের ২০২৪ সালটা কেটেছে দারুণ। হাসারাঙ্গা এ বছর ওয়ানডেতে ১৫.৬১ গড়ে ২৬ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতে ৮৭ রান করেছেন। মেন্ডিস ১৭ ইনিংস ব্যাটিং করে ৫৩ গড়ে করেছেন ৭৪২ রান।
আফগানিস্তানের আজমতউল্লাহ ১২ ইনিংস ব্যাটিং করে ৫২.১২ গড়ে ৪১৭ রান করার পাশাপাশি নিয়েছেন ৭ উইকেট। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যান রাদারফোর্ড ১০৬.২৫ গড় ও ১২০.০৫ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ৪২৫ রান।
বর্ষসেরা পুরুষ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটারের চারজনের তালিকায় আছেন ভারতের পেসার অর্শদীপ সিং, জিম্বাবুয়ের অলরাউন্ডার সিকান্দার রাজা এবং পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার দুই ব্যাটসম্যান বাবর আজম আর ট্রাভিস হেড।
তালিকাটি দেখে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে, বাবর কীভাবে বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি খেলোয়াড়ের জন্য মনোনীত হন! বছরজুড়ে তো তাঁর ছন্দহীনতা নিয়েই বেশি কথা হয়েছে; কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে অন্য কথা। ২০২৪ সালে ২৪টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ৩৩.৫৪ গড়ে ৭৩৮ রান করেছেন পাকিস্তানের ব্যাটসম্যান। সর্বোচ্চ ইনিংসটি অপরাজিত ৭৫ রানের।
ভারতের সব সংস্করণের সেরা বোলার যশপ্রীত বুমরা এ বছর টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচ খেলেছেন বেছে বেছে। টি-টোয়েন্টিতে বুমরার অভাবটা মূলত পূরণ করেছেন অর্শদীপ। সেটা তাঁর পারফরম্যান্সেও স্পষ্ট। এ বছর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১৮ ম্যাচ খেলে ১৩.৫০ গড়ে ৩৬ উইকেট নিয়েছেন অর্শদীপ, সেরা বোলিং ৯ রানে ৪ উইকেট।
জিম্বাবুয়ের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে না পারার হতাশা থাকলেও বছরজুড়ে সিকান্দার রাজা ব্যাটে ও বলে ছিলেন দুর্দান্ত। ২৪ ম্যাচে ২৮.৬৫ গড়ে করেছেন ৫৭৩ রান। সর্বোচ্চ ইনিংসটি অপরাজিত ১৩৩ রানের। বল হাতে ২২.২৫ গড়ে ২৪ উইকেটও নিয়েছেন রাজা, সেরা বোলিং ১৮ রানে ৫ উইকেট।
মনোনীত চারজনের আরেকজন অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড এ বছর ১৫ ম্যাচ খেলে ৩৮.৫০ গড়ে করেছেন ৫৩৯ রান। সর্বোচ্চ ইনিংস ৮০ রানের।
বর্ষসেরা নারী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার হওয়ার দৌড়ে মনোনীত চারজন শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তু, নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কার, দক্ষিণ আফ্রিকার লরা ভলভার্ট ও আয়ারল্যান্ডের ওরলা প্রেন্ডারগাস্ট।
বর্ষসেরা উদীয়মান পুরুষ ক্রিকেটারের তালিকায় আছেন ইংল্যান্ডের গাস অ্যাটকিনসন, শ্রীলঙ্কার কামিন্দু মেন্ডিস, পাকিস্তানের সাইম আইয়ুব ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের শামার জোসেফ।
সেরা নির্বাচিত করতে ভোট দিতে পারবেন বিশ্বজোড়া ক্রিকেটপ্রেমীরা। এর জন্য আইসিসির ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করতে হবে। ভোট দেওয়া যাবে আগামী ১০ জানুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত।

ভারতের বিপদ বাড়ল অস্ট্রেলিয়ার শেষ উইকেট-জুটিতে

আপনজন ডেস্ক: দিনের শেষ বল। বোলার যশপ্রীত বুমরা, এরই মধ্যে যাঁর ঝুলিতে ৪ উইকেট। হাতের বলটাও নতুন, মাত্রই নেওয়া হয়েছে। আর ব্যাটিংয়ে নাথান লায়ন, অস্ট্রেলিয়ার ১০ নম্বর ব্যাটসম্যান। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ব্যাট বাড়ালেন লায়ন, বল ব্যাটের কানায় লেখে তৃতীয় স্লিপের পাশ দিয়ে চলে গেল বাউন্ডারিতে।
হতাশায়, আক্ষেপে আর অসহায়ত্বে মাথা নিচু করে হাঁটুতে দু হাত রাখলেন বুমরা। ইস! একটুর জন্য...।
দিনের শেষ বলের পর বুমরার প্রতিক্রিয়া আসলে ভারতের সারা দিনের প্রতিচ্ছবি। ম্যাচ নাগালেই থাকা, কিন্তু একটুর জন্য সেটা আবার ফসকে যাওয়া। মেলবোর্ন টেস্ট ভারতের নাগাল থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে গেছে, সেটি এখনই বলা যাবে না। তবে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির চতুর্থ টেস্টের চতুর্থ দিন শেষে কিছুটা হলেও সুবিধাজনক অবস্থানে চলে গেছে অস্ট্রেলিয়া।
দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ২২৮ রান নিয়ে দিন শেষ করা স্বাগতিকেরা এখন ৩৩৩ রানে এগিয়ে। আগামীকাল শেষ দিনে অস্ট্রেলিয়া যদি আর কোনো রান নাও যোগ করে, রান তাড়ায় ভারতকে বড় চ্যালেঞ্জেরই মুখোমুখি হতে হবে।
অস্ট্রেলিয়ার লিড ৩০০ রানের কমে আটকে রাখার যথেষ্টই সম্ভাবনা তৈরি করেছিল ভারত। নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে প্যাট কামিন্স যখন আউট হন, অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের রান ১৭৩। যা প্রথম ইনিংসের ১০৫ রানের লিডসহ ২৭৮।
কিন্তু দশম উইকেট-জুটিতে লায়ন ও স্কট বোল্যান্ড রোহিত শর্মার দলকে রীতিমতো যন্ত্রণাই দিয়েছে। বুমরা, মোহাম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপরা দুজনের কাউকে আউট তো করতে পারেনইনি, উল্টো রানও বের হয়ে গেছে অনেক।
অপরাজিত থেকে মাঠ ছেড়ে যাওয়া লায়ন-বোল্যান্ড জুটি ১৭.৫ বল টিকে থেকে যোগ করেছে ৫৫ রান। দিনের শেষ ওভারে বুমরাকে দুটি চার মারা লায়ন অপরাজিত ৫৪ বলে ৪১ রানে। অপরপ্রান্তে থাকা বোল্যান্ড রান করেছেন মাত্র ১০, কিন্তু খেলেছেন মূল্যবান ৬৫ বল।
এর আগে ভারতকে আরেক দফায় ভুগিয়েছেন মারনাস লাবুশেন ও কামিন্স। বুমরা ও সিরাজের তোপে পড়ে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ২ উইকেটে ৮০ থেকে দ্রুতই ৬ উইকেটে ৯১ রানে পরিণত হয়েছিল।
সেখান থেকে সপ্তম উইকেট জুটিতে লাবুশেন-কামিন্স গড়ে তোলেন ৫৭ রানের জুটি। অবশ্য জয়সোয়াল স্লিপে লাবুশেন আর ফরোয়ার্ড শর্টে কামিন্সের ক্যাচ না ফেললে জুটি থেমে যেত বেশ আগেই। ভারতের কাঁটা হয়ে থাকা জুটিটা ভাঙে সিরাজের বলে লাবুশেনের আউটে (১৩৯ বলে ৭০)। এরপর মিচেল স্টার্ক রানআউট আর কামিন্স জাদেজার বলে ফিরলে অস্ট্রেলিয়াকে দুই শ রানের আগেই থামানোর সুযোগ আসে ভারতের। কিন্তু লায়ন-বোল্যান্ডরা সেটা হতে দিলেন কই? বরং ভারতের সামনে এখন পর্বতারোহণের চ্যালেঞ্জ। অস্ট্রেলিয়া আগামীকাল সকালে কোনো রান না করলেও এমসিজির রেকর্ড রান তাড়া করতে হবে রোহিত-কোহলিদের। মেলবোর্নে চতুর্থ ইনিংসে কোনো দল সর্বোচ্চ তাড়া করতে পেরেছে ৩৩২ রান, ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ড।
সংক্ষিপ্ত স্কোর (চতুর্থ দিন শেষে)
অস্ট্রেলিয়া: ৪৭৪ ও ২২৮/৯ (লাবুশেন ৭০, লায়ন ৪১*, কামিন্স ৪১; বুমরা ৪/৫৬, সিরাজ ৩/৬৬)। ভারত: প্রথম ইনিংসে ৩৬৯ (নীতীশ ১১৪, জয়সোয়াল ৮২, সুন্দর ৫০; বোল্যান্ড ৩/৫৭, কামিন্স ৩/৮৯, লায়ন ৩/৯৬)।
*অস্ট্রেলিয়া ৩৩৩ রানে এগিয়ে।

মেলবোর্ন টেস্টে ইতিহাস গড়লেন বুমরাহ

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় পেসার জাসপ্রিত বুমরাহ একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছেন। মেলবোর্নে বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজের চতুর্থ টেস্টে ২০০তম উইকেট শিকার করে তিনি ভারতের দ্রুততম বোলার হিসেবে এই মাইলফলক ছুঁয়েছেন। বলের হিসাবে এটি বিশ্বে চতুর্থ দ্রুততম এবং ম্যাচের হিসেবে যৌথভাবে দশম। তবে সবচেয়ে কম ইকোনমি রেটে (১৯.৫৬) ২০০ উইকেট শিকার করে ইতিহাসে একমাত্র বোলার হিসেবে নজির গড়েছেন বুমরাহ।
চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট নেন বুমরাহ। বুমরাহ ও মোহাম্মদ সিরাজের আগুনে বোলিংয়ে অজিরা ১৩৫ রানে ৬ উইকেট হারায়।
অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার স্যাম কনস্টাস বুমরাহর দুর্দান্ত ইনসুইং ডেলিভারিতে মাত্র ৮ রানে বিদায় নেন। এরপর সিরাজের দারুণ বোলিংয়ে উসমান খাজা (২১) ও স্টিভেন স্মিথ (১৩) আউট হলে চাপে পড়ে অজিরা।
বুমরাহ ২০০তম উইকেট পূর্ণ করেন ট্রাভিস হেডকে (১) আউট করে। এরপর মিচেল মার্শ (০) ও অ্যালেক্স ক্যারিকে বিদায় করে নিজের উইকেট সংখ্যা ২০২-এ নিয়ে যান।
ভারতের দ্রুততম ২০০ টেস্ট উইকেট শিকারি (বলে):
জাসপ্রিত বুমরাহ - ৮৪৮৪ বল
মোহাম্মদ শামি - ৯৮৯৬ বল
রবিচন্দ্রন অশ্বিন - ১০২৪৮ বল
কপিল দেব - ১১০৬৬ বল
রবীন্দ্র জাদেজা - ১১৯৮৯ বল
বিশ্বের দ্রুততম ২০০ উইকেট (বলে):
ওয়াকার ইউনিস - ৭৭২৫ বল
ডেল স্টেইন - ৭৮৪৮ বল
কাগিসো রাবাদা - ৮১৫৪ বল
জাসপ্রিত বুমরাহ - ৮৪৮৪ বল
ম্যালকম মার্শাল - ৯২৩৪ বল
সর্বনিম্ন গড়ে ২০০ উইকেট শিকার:
জাসপ্রিত বুমরাহ - ১৯.৫৬
জোয়েল গার্নার - ২০.৩৪
শন পোলক - ২০.৩৯।

১২ কিলোমিটার রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতা ভগবানগোলায়

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ
আপনজন: শরীর ও মন সুস্থ রাখতে এবং মাদক মুক্ত সমাজ গড়ার ডাকে ১২ কিলোমিটার রাস্তা দৌড় প্রতিযোগীতার আয়োজন ভগবানগোলায়। ভগবানগোলা তরুণ সংঘের পরিচালনায় ২০ তম বর্ষে এই রাস্তা দৌড় প্রতিযোগীতা করা হয় রবিবার সকালে। দৌড় শুরু হয় লালগোলা বাসস্ট্যান্ড মোড় থেকে। শেষ হয় ভগবানগোলা পিডাব্লিউডি মোড়ে। প্রতিযোগীতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৩০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।
প্রতিযোগিতায় প্রথম হন উত্তরপ্রদেশের আরিফ আলী, দ্বিতীয় উত্তরপ্রদেশের নীতিশকুমার এবং তৃতীয় মালদার বলরাম মন্ডল।
এদিন ভগবানগোলার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উত্তম গড়াই, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার তমাল কুমার বিশ্বাস, লালগোলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সৌরভ সেন, ভগবানগোলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবাশিষ ঘোষ, ভগবানগোলার বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার দৌড়ে অংশ নিয়ে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন।
মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উত্তম গড়াই বলেন, 'খেলাধুলায় মনোযোগী যুবক-যুবতীরা মাদকে আসক্ত হয় না। একটি সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে খেলাধুলা, দৌড় প্রতিযোগিতা এগুলো অতি প্রয়োজনীয়।'

বাংলার সামনে নতজানু গতবারের চ্যাম্পিয়ন সার্ভিসেস, সন্তোষ ট্রফি জয়ের সামনে রবি হাঁসদারা

আপনজন ডেস্ক: সন্তোষ ট্রফিতে নিজেদের রেকর্ডই ভেঙে ফের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সামনে বাংলা। এখনও পর্যন্ত বাংলায় ৩২ বার এসেছে রাজ্যভিত্তিক দেশের সেরা টুর্নামেন্টের খেতাব। এবার চ্যাম্পিয়ন হলে ৩৩ বার সন্তোষ ট্রফি জিতবে বাংলা। সঞ্জয় সেনের কোচিংয়ে সেই নজির গড়ার পথে রবি হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠারা।
রবিবারে সেমি-ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন সার্ভিসেসকে ৪-২ উড়িয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলা। জোড়া গোল করলেন রবি। তিনি এবারের সন্তোষ ট্রফিতে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা হতে চলেছেন। সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে বাংলার হয়ে বাকি দুই গোল করলেন নরহরি ও মনোতোষ মাজি। দ্বিতীয়ার্ধে সার্ভিসেস ব্যবধান কমিয়ে ফেলায় বাংলা দলের উপর চাপ তৈরি হয়েছিল। তবে শেষপর্যন্ত হাসিমুখেই মাঠ ছাড়লেন রবি, নরহরিরা।
২০১৬-১৭ মরসুমে শেষবার সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। তারপর থেকে আর খেতাব আসেনি। ৮ বছর পর ফের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার হাতছানি। এবারের সন্তোষ ট্রফিতে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত বাংলা। প্রথম ম্যাচ থেকেই অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখাচ্ছেন রবি, নরহরি, মনোতোষ, চাকু মান্ডি, ইসরাফুল দেওয়ান, বিক্রম প্রধানরা। মোহনবাগানকে আই লিগ জেতানো কোচ সঞ্জয় দলকে দারুণভাবে পরিচালনা করছেন। ফিটনেসের পাশাপাশি লড়াইয়ের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এই কারণেই সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে একসময় চাপে পড়ে গেলেও, জয় ছিনিয়ে নিতে সমস্যা হল না। বাংলার হয়ে যাঁরা সন্তোষ ট্রফিতে খেলছেন, তাঁরা ভবিষ্যতে আই লিগ, আইএসএল-এর মতো টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পাবেন বলে আশায় ফুটবল মহল।
এবারের সন্তোষ ট্রফিতে বাংলার মতোই ভালো পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে কেরালা। ২০১৭-১৮ এবং ২০২১-২২ মরসুমের সন্তোষ ট্রফি ফাইনালে কেরালার কাছে হেরে যায় বাংলা। এবার সেই হারের বদলা নিতে চাইছেন রবিরা। এই কারণে বাংলা শিবির চাইছে, দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে মণিপুরকে হারিয়ে ফাইনালে উঠুক কেরালা।

রোহিত শর্মাকে অবশ্যই অবসর নিতে হবে, যদি...

আপনজন ডেস্ক: বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি শুরুর আগেই হয়তো টেস্ট ক্যারিয়ারে শেষের শুরু দেখছিলেন রোহিত শর্মা। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে টেস্টে সর্বশেষ ১০ ইনিংসে রোহিত রান ছিল ১৩৩; ব্যাটিং গড় ১৩.৩০। অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পর থেকে তাঁর অবস্থা আরও খারাপ–৪ ইনিংসে ৫.৫০ গড়ে রান মাত্র ২২।
দল ভালো করলে না হয় রোহিতের ব্যাটিং-অমানিশা কিছুটা হলেও আড়ালে পড়ে যেত। কিন্তু তাঁর অধিনায়কত্বে একদমই ভালো ফল আনতে পারছে না ভারত।
রোহিতের নেতৃত্বে সর্বশেষ পাঁচ টেস্টের চারটিতেই হেরেছে ভারত। ব্রিসবেন সর্বশেষ যে ম্যাচটি ড্র করেছে, তাতেও ছিল বৃষ্টির আশীর্বাদ। মেলবোর্নে চলমান বক্সিং ডে টেস্টেও আপাতত চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া। প্যাট কামিন্সের দল দুই ইনিংস মিলিয়ে ৩৩৩ রানের লিড নিয়েছে। এতেই নিশ্চিত হয়েছে এই ম্যাচ জিততে হলে ভারতকে মেলবোর্নে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ড গড়তে হবে।
রোহিত যেহেতু ওপেনিংয়ে ফিরেছেন, তাই অধিনায়কের কাছ থেকে দারুণ কিছুর প্রত্যাশা করবে দল। কিন্তু রোহিত যেভাবে রানখরায় ভুগছেন, তাতে তাঁর ফর্মে ফেরাটা আপাতত কঠিনই। তবে মেলবোর্ন টেস্টে রোহিতের দ্বিতীয় ইনিংসকেই ক্যারিয়ার এগিয়ে নেওয়ার শেষ সুযোগ হিসেবে দেখছেন মার্ক ওয়াহ ও মাইক হাসি। অস্ট্রেলিয়ার দুই কিংবদন্তির মতে, রোহিত যদি আগামীকাল বড় ইনিংস উপহার দিতে না পারেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর অবসরে যাওয়া উচিত।
১২৮ টেস্ট খেলা মার্ক ওয়াহ ও ৭৯ টেস্ট খেলা মাইক হাসি বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ধারাভাষ্যকারের দায়িত্বে আছেন। আজ চতুর্থ দিনে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় ওয়াহ রোহিতকে নিয়ে বলেছেন, 'আমি যদি নির্বাচক হতাম, তাহলে দেখতাম সে (মেলবোর্ন টেস্টের) দ্বিতীয় ইনিংসে কী করে। যদি সে রান করতে না পারে, এরপর আমরা সিডনিতে গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট ম্যাচ খেলতে গিয়ে তাকে বলতাম, রোহিত, তোমাকে ধন্যবাদ। এবার তুমি যেতে পার। তুমি অনেক বড় মাপের খেলোয়াড়। কিন্তু এসসিজিতে আমরা যশপ্রীত বুমরাকে অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চাই। তোমার ক্যারিয়ার এখানেই শেষ।' ওয়াহ আরও বলেছেন, 'রোহিত শর্মার জন্য এগিয়ে চলা কঠিন হবে। সর্বশেষ ১৪ ইনিংসে ওর ব্যাটিং গড় ১১। এটা সেরা সময় পেছনে ফেলে আসার লক্ষণ। এটা সব খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রেই ঘটে। বড় মাপের খেলোয়াড় হলেও সবারই ক্যারিয়ার কোনো না কোনো পর্যায়ে গিয়ে শেষ হয়ে যায়।' ওয়াহর সুরে সুর মিলিয়েছেন মাইক হাসি, 'আমার মনে হয় না তোমাকে বলতে হবে, তুমি এখন কোন পরিস্থিতিতে আছ। তুমিই দেখতেই পারছ, এখন কোথায় আছ। সংখ্যা তো আর মিথ্যা বলে না। ভারতের এই সফরের আগে সে (ব্যাটিংয়ের জন্য) আরও কঠিন উইকেটে খেলেছে। কিন্তু খেয়াল করলে দেখবেন, মাঠে তার শারীরিক ভাষাও ভালো ছিল না। এমনকি কৌশলগত দিকও ঠিকঠাক নেই। মনে হচ্ছে সে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যের মতো হয়ে গেছে।' ভারতীয় নির্বাচকেরা রোহিতকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে বলে মনে করেন হাসি, 'তাঁরা রোহিতের প্রতি অনেক নমনীয়তা দেখিয়েছেন। কারণ, সে ভারতের একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড়। কিন্তু একপর্যায়ে এই নম্রতা দেখানো বন্ধ করতে হবে। যদি সে দ্বিতীয় ইনিংসে রান না পায়, তাহলে এই টেস্ট ম্যাচ শেষেই বন্ধ করতে হবে।'
ভারতের কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগারকার এই মুহূর্তে মেলবোর্নেই আছেন।

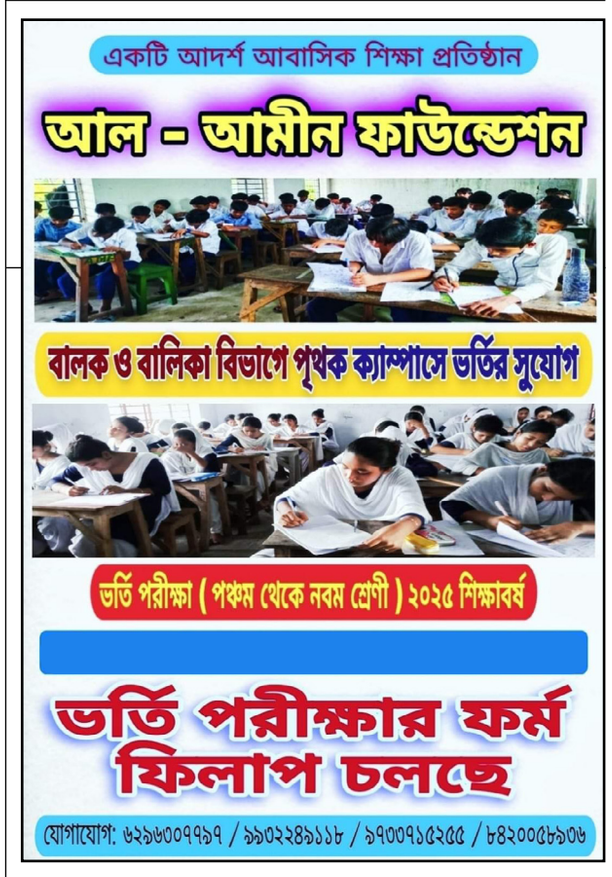

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**